শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥"

নিবেদন

পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীরূপানুগভক্তবৃন্দের শ্রীচরণকমলে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎপ্রণতিপূর্বক নম্র নিবেদন,—

আমার নিত্যমঙ্গল বিধানের নিমিত্ত পতিতপাবন পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ কতিপয় বর্ষ পূর্বে আমাকে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত শ্রীশ্রীস্তবমালার পদ্যানুবাদ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য কৃপাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীশ্রীলরূপগোস্বামি-পাদের অপ্রাকৃত কাব্যের রসাস্বাদনে আমি সম্পূর্ণ বঞ্চিতা, আপন অনন্ত অযোগ্যতা-বশতঃ আমি হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়া থাকি। নিজকে এই সেবাকার্যের একান্ত অসমর্থ জানিয়াও কেবলমাত্র শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববৃন্দের কৃপাজ্ঞা পালনের জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পরমকরুণ অদোষদরশী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের শুভাশীর্বাদই এই সেবাকার্যে একমাত্র সম্বল। পরমপূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি বারংবার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে।

"মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
(শ্রীগুরু-) বৈষ্ণব-আজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥"

পরমোদার, কৃপাসিন্ধু গুরুবৈষ্ণবগণ এই পতিতাধমার অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই পদ্যানুবাদের ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধনান্তে পাঠ করিবেন, এই বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বিশেষ কৃপাপূর্বক এই শ্রীগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থা করিয়াছেন। পরম করুণাকন্দ শ্রীশ্রীমদ্ গৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাকে সেবানন্দময় সুদীর্ঘ জীবন প্রদান করুন,—সকাতরে এই কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীমদনমোহনঘেরানিবাসী পণ্ডিত শ্রীহরিজনানন্দ ব্রহ্মচারীজী এই শ্রীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে ও প্রুফ্ দেখার কার্যে প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির ষষ্ঠ ফর্মা ছাপার পর ব্রহ্মচারীজী তাঁহার চিরপ্রার্থিত শ্রীব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অকপট সাহায্য না পাইলে শ্রীগ্রন্থটির প্রকাশই অসম্ভব হইত বলিয়া মনে হয়। পরম করুণাবরুণালয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে শ্রীহরিজনানন্দজীর নিত্যকল্যাণ বিধানের নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। ভগবদিচ্ছায় নানা অনিবার্য কারণে এই গ্রন্থমুদ্রণাদি কার্য শেষ করিতে বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গেল।

আমার অযোগ্যতার কোনও সীমা নাই। অপ্রাকৃত রসিককুলমুকুটমণি শ্রীশ্রীল রূপপাদের অষ্টকাবলীর পদ্যানুবাদে অসংখ্য ভুলত্রুটি সংঘটিত হইয়াছে; পরিশেষে তজ্জন্য শ্রীশ্রীরূপানুগ গুরুবৈষ্ণবঠাকুরবৃন্দের শ্রীপদারবিন্দে অবনতমস্তকে মার্জনা যাচ্ঞা করিতেছি। যদি এই পদ্যানুবাদ পাঠে কাহারও হৃদয়ে পরানন্দ-রসের এক কণিকাও সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্যাতিধন্যা জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীধাম বৃন্দাবন
শ্রীশ্রীরূপ-পাদের বিরহ-তিথি
১৯ শ্রাবণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীরূপানুগভক্তবৃন্দের
শ্রীপাদপদ্মরেণুভিখারিণী দীনাতিদীনা
অপর্ণা দেবী।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আশীর্বাণী-বন্দনা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
কৃষ্ণপ্রিয়তমং বন্দে তং গুরুং করুণাময়ম্॥
"শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-দ্বন্দ্বং বন্দে মুহুর্মুহুঃ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তন্মতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ॥"
"সমস্তজনমঙ্গল-প্রভব-নামরত্নাম্বুধে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্।"

শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বহৃদয়-ব্রজবনজাত বিচিত্র-বর্ণ-গন্ধ-মকরন্দময় ভাব-স্তব-কুসুম-স্তবকে প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিগূঢ়-নিকুঞ্জসেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয় অনুগবর শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সেই সকল নির্মাল্যস্তবক একত্র আহরণ করিয়া শ্রীরূপানুগ রসিকজনগণের জন্য যে নির্মাল্য-মাল্য-কণ্ঠাভরণ গুম্ফন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীশ্রীস্তবমালা। ইহাই শ্রীজীবপাদ শ্রীস্তবমালার প্রারম্ভে ব্যক্ত করিয়াছেন—

শ্রীমদীশ্বর-রূপেণ রসামৃত-কৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যতে॥

শ্রীজীব স্বীয় উপজীব্যচরণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচয় দিয়াছেন—"রসামৃতকৃৎ।" এই একটি শব্দের রসধ্বন্যালোকেই শ্রীরূপপাদপদ্মের দর্শন হয়। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের রসশিল্পাচার্য। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—"শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত" (চৈ চ ১।৫।২০৩)।

শ্রীস্তবমালা শ্রীরূপানুগ ভজনরহস্যরত্নের সম্পুট। শ্রীনামকীর্তনমুখে লীলা-স্মরণমঙ্গল-পদ্ধতি-স্বরূপা এই স্তবমালা শ্রীরূপের ও শ্রীজীবের অসমোর্ধ্ব

অবদান। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতরস-মূর্তিধর শ্রীচৈতন্যপাদাব্জসম্ভূত ও শ্রীমদ্ভাগবত-রসসিন্ধু-মথিত শ্রীরূপকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তামৃত-রসগ্রন্থসমূহের নির্যাস নিহিত রহিয়াছে। রসশিল্পগুরু শ্রীরূপ তাঁহার নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীকবিতাসুন্দরীকে মনের সাধে নিকুঞ্জ-নায়কের নয়ন-মনোরম বিচিত্র ছন্দে অলঙ্কারে সঙ্গীতে ভঙ্গীতে মণ্ডিত করিয়া স্বীয় নিত্যসিদ্ধসেবা করিয়াছেন। শ্রীরূপের এক একটি বাক্যের ও শব্দের ধ্বনিভেদ পরমরসজ্ঞগণও সম্পূর্ণ নিরূপণ করিতে অসমর্থ। টীকাচার্য শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ যথার্থই বলিয়াছেন, করুণৈকসিন্ধু শ্রীরূপদেব যদি এই সকল স্তব রচনা না করিতেন, তবে ভক্তগণ শ্রীব্রজরাজসুতের গুণরূপলীলাদি বিষয়ে কিছুই যথাযথ জানিতে পারিতেন না। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যাষ্টকে (২।৬) বর্ণনা করিয়াছেন—

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাষ্পাম্বুমিষতঃ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিত-তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।

যিনি ভূলোকে গোলোকের প্রেমের স্বরূপ জ্ঞাপন করিবার জন্য—ভগবন্নাম-কীর্তনই হইতেছে, সেই ব্রজপ্রেমের স্বরূপ, ইহা লোকে বুঝাইবার জন্য (ভগবন্নামকীর্তনমেব তৎপ্রেমা ভবেদিতি বোধনায়েত্যর্থঃ —শ্রীবলদেবভাষ্য) প্রথমে শ্রীমুখের দ্বারা শ্রীনামামৃতরস পান করিয়া (পশ্চাৎ) নয়নযুগলের দ্বারা নিবিড় অশ্রুমোচনছলে সেই নামামৃতরস উদ্গীরণ করিতেছেন, সেই উল্লসিত-তনু শ্রীচৈতন্যাকৃতিদেব আমাদিগকে প্রচুরভাবে কৃপা করুন।

অপ্রাকৃত-রসানুভবী লীলাপরিকরগণ স্বতঃই রসের সার অনুভব করেন, আর সকলে যৎকিঞ্চিদ্ রসসার আস্বাদন করেন। এই দুইশ্রেণী যথাক্রমে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ নামে ভাগবতে কথিত (প্রীতিসন্দর্ভ ১১০)। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ সর্বকারণকারণ পরতত্ত্বসীমা বলিয়া তাঁহাতে সমস্ত ভগবল্লীলারসের পরিপূর্ণ সমাবেশ দৃষ্ট হয়। যাঁহাদের রসাস্বাদন-সংস্কার নাই, তাঁহারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগীতার তত্ত্বোপদেষ্টা-মাত্র বা শ্রীগৌরকে বর্ণাশ্রমধর্মের পালক বা ধর্মসংস্কারক, অথবা গৌরনারায়ণরূপে

বিচার করেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মস্থাপন বা নারায়ণরূপে পঞ্চবিধা মুক্তিদান, কিংবা শুদ্ধভক্তির পুনরুজ্জীবন কার্যের জন্য সর্বরস রসিকশেখরের প্রপঞ্চে লীলা প্রকটনের প্রয়োজনীয়তা নাই। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের নিদান। অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥ সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগধর্ম। চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম॥ (চৈ চ ১।৪।২২৫-২৬)। এই শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত যাঁহাদের অনুভূত হয় নাই, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ন্যূনাধিক পূর্বোক্ত বিচারেই পূজা করেন এবং যথার্থ শ্রীরূপানুগ রসিকগণকেও 'সহজিয়া' বলিয়া কল্পনা করেন। "প্রাকৃতে রস এব নাস্তি" ইহাই শ্রীরূপানুগগণের পরিভাষা-বাক্য।

অপরপক্ষে বৃক্ষস্থিত দ্রাক্ষাফলের রসাস্বাদন দূরে থাকুক, স্পর্শলাভেও বঞ্চিত হইয়া অপ্রাকৃত রসসংস্কারহীন কুতার্কিকগণের সুমধুর রসময় ফলের প্রতি অম্লত্বের আরোপ ও অভিযোগ-নীতি তাঁহাদের হৃদয়ে শৈল্যের ন্যায় অবস্থান করে।

শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদি সমস্তই হেয়াংশরহিত চৈতন্যরস-স্বরূপ। এই নামাদিরস-সার যাঁহারা স্বতঃই আস্বাদন করেন, তাঁহারা শ্রীরূপের ও শ্রীজীবের কথিত নামাকৃষ্টরসজ্ঞ অন্তরঙ্গলীলাপরিকর। শ্রীরূপ ও তদনুগবর শ্রীজীব সেই লীলা-পরিকরগণেরই অন্তর্ভুক্ত। এই দুই মহাজন তাঁহাদের জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর আস্বাদনের দুইটি সমুজ্জ্বল চিত্র যথাক্রমে শ্রীবিদগ্ধমাধবে (১।৩৩) ও শ্রীগোপালচম্পূতে (পূর্ব ১৫।২২) অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধবে শ্রীপৌর্ণমাসীর কথিত "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং" ইত্যাদি শ্লোকটির অনুরূপ শ্রীজীবপাদের শ্লোকটির নিম্নে দিগ্‌দর্শন করা হইতেছে—

> শ্রব্যাণাং স্বাদসারং শ্রুতিরনুমনুতে যত্তু যদ্বা সুধাব্ধে-
> র্মন্থাল্লব্ধং রসজ্ঞা সুখহৃদিজসুখং চিত্তবৃত্তির্যদেব।
> কিন্তৎ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ময়মথবা কৃষ্ণবর্ণদ্যুতীনা-
> মাজীব্যঃ কোঽপি শশ্বৎস্ফুরতি নবযুবেত্যুহয়া মোহিতাস্মি॥

শ্রীরাধা স্বগত বলিতেছেন—'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়াত্মক নাম আমার কর্ণে, জিহ্বায় ও চিত্তবৃত্তিতে স্ফুরিত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দসার বিস্তার করিতেছেন? অথবা

কৃষ্ণবর্ণদ্যুতিবিশিষ্ট (নীলকান্তমণিময়বিগ্রহধারী) কোন নবকিশোর নটবর নিরন্তর স্ফুরিত হইয়া আমাকে ঐরূপ আনন্দ দান করিতেছেন? তাহা আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও স্থির করিতে না পারিয়া মোহিত হইতেছি।

শ্রুতি—(১) কর্ণ ও (২) বেদ। [১] কর্ণ যাঁহাকে শ্রব্যরসকাব্যের রসনির্যাসরূপে নিরন্তর (অনু) অনুভব বা আস্বাদন করে (মনুতে); [২] বেদ যাঁহাকে শ্রবণীয় মন্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আস্বাদনীয় মহামন্ত্ররূপে নিরন্তর অঙ্গীকার করেন; **রসজ্ঞা**—(১) জিহ্বা ও (২) রসিকগণ। [১] জিহ্বা যাহাকে মধুরতা, মাদকতা, সঞ্জীবকতা, সৌরভময়তা ইত্যাদি গুণযুক্ত অমৃত-সমুদ্রের মন্থনোদ্ভুত সাররূপে নিরন্তর আস্বাদন করে; [২] রসকলাবিদ্‌গণ যাঁহাকে প্রেমামৃতসমুদ্রের মন্থনোদ্ভুত নবনীতরূপে নিরন্তর আস্বাদন করেন। **চিত্তবৃত্তি**—(১) অন্তঃকরণের অনুসন্ধানাত্মিকাবৃত্তি ও [২] নায়িকাদির চেষ্টা (সাহিত্যদর্পণ ৬।১৪০; নাটকচন্দ্রিকা ৪৪৩, ৪৬৮, ৫০০)। [১] অন্তঃকরণের অনুসন্ধানাত্মিকাবৃত্তি যাহাকে নিঃশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া হর্ষযুক্ত হৃদয়োত্থ সুখসাররূপে (স্বরূপশক্ত্যানন্দোত্থিত পরমানন্দরূপে) নিরন্তর অনুভব করে। [২] চিত্তকে রসভাবনায় বিভাবিত করিবার উপজীব্যরূপা এবং নৃত্যগীতবিলাস-মৃদু-শৃঙ্গারাদি সমন্বিতা যে কৈশিকী বৃত্তি (যাহা শৃঙ্গাররসময়ী নায়িকাদির চেষ্টা) যাঁহাকে প্রেমানন্দসাররূপে নিরন্তর আস্বাদন করেন, তাহা কি বস্তু? 'কৃষ্ণ'—এই দুইটি অক্ষর (বর্ণদ্বয়াত্মক নাম)? অথবা, 'কৃষ্ণ' এই দুইটি অক্ষরের (নামের) এবং কৃষ্ণদ্যুতিকদম্বের (বিগ্রহের) উপজীব্য কোন নবকিশোর নটবর (স্বরূপ)—যিনি নিরন্তর স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা বিতর্কের দ্বারা বুঝিতে না পারিয়া আমি মোহিত হইতেছি। তাৎপর্য এই—কর্ণে, জিহ্বায় ও চিত্তবৃত্তিতে কৃষ্ণনামাক্ষরদ্বয়ের শ্রবণকীর্তনরূপ বিলাসজাত যে পরমানন্দ সঞ্চারিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণস্বরূপ-রূপগুণলীলাদির পরিপূর্ণ স্ফূর্তি হইয়া থাকে। কৃষ্ণনামাক্ষরের বিলাসের সহিত সাক্ষাৎ নামী কৃষ্ণের বিলাসের কোনই পার্থক্য নাই। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণনাম নামীরই ন্যায় সম্পূর্ণ মুগ্ধ করেন।

শ্রীনামের ন্যায় মৎস্য-কূর্মাদি ভগবদ্রূপও অপ্রাকৃতরসের মূর্ত্তবিগ্রহ (সিন্ধু ২।৫।১১) শ্রীকৃষ্ণরূপ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—শৃঙ্গাররসময়। রূপের ন্যায় গুণও চৈতন্য-রসময়। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের লাম্পট্যাদি 'দোষ' নহে, তাহা শ্রীনারদ, শ্রীউদ্ধব, শ্রীশুকাদি মহদ্‌গণের প্রশংসিত পরমগুণ এবং তাহাতে অপ্রাকৃত রসোল্লাস-চর্বণার পরাকাষ্ঠা অপ্রাকৃত-রসিকগণ অনুভব করেন।* যাদবাদি পরিকরবৃন্দ চন্দ্রের সহিত যুক্ত তারকারাজির ন্যায় রসসুধাকর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত সংযুক্ত (ভাঃ ১০।৭০।১৮)। সুতরাং সেই সকল পরিকরের মধ্যে কোন প্রকার হেয়তা বা তাঁহাদের পাতিত্যাদি দোষ কল্পনাকারী স্বয়ংভগবানেরই পাতিত্য (!) কল্পনা করেন (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১২২)। ভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলা হইতেও লৌকিকী লীলা (নরবৎ লীলা) পরমরসময়ী এবং বাল্যাদি লীলা প্রবাহরূপে নিত্য ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। জন্মলীলা গোলোকে প্রকাশিত হয় না বলিয়া গোলোক হইতে মাথুর মণ্ডলস্থিত গোকুলের (মাথুরঞ্চ দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেব চ) শ্রেষ্ঠতা (গোলোক গোকুলের বৈভব) এবং সর্বলীলা-মুকুটমৌলি শ্রীরাসলীলাও গোলোকে এবং গোকুলেও নাই, একমাত্র বৃন্দাবনেই প্রকাশিত বলিয়া গোকুল হইতেও বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠতা। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ইত্যাদি শ্লোকে (উপদেশামৃত ৯) উত্তরোত্তর রসপ্লাবনের চমৎকারিতা-হেতু গোলোক হইতে গোকুল, তাহা হইতে বৃন্দাবন, তাহা হইতে গোবর্দ্ধন ও তাহা হইতে রাধাকুণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠতা শ্রীরূপপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ-শব্দে গোলোক (পদ্মপুরাণ, পাতাল ৪৫ অধ্যায় ও স্তবমালা, নন্দাপহরণ দ্রষ্টব্য)। ভগবানের জন্মলীলা রসময়ী ও তাঁহার উপাসক-সম্প্রদায় আছেন। কিন্তু ভগবানের অন্তর্ধান-লীলার উপাসক নাই। এজন্যই শ্রীচৈতন্যলীলা-রসিকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্ধান-লীলার কোন বর্ণন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের মৌষললীলা ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়িক। লীলান্তরের নিত্যত্ব গোপন করিবার নিমিত্তই লীলাশক্তির ইচ্ছায় মায়িকী লীলার প্রকাশ। অরসিক ও কুরসিক সম্প্রদায়ের মায়াময় বস্তুতে কৌতূহলের উদ্রেক হয়, এজন্য তাহারা অপ্রাকৃত-লীলারসাস্বাদনে বঞ্চিত।

শ্রীজীব যে ক্রমানুসারে স্তবমালা গ্রন্থন করিয়াছেন, সেই ক্রম ও গুম্ফনশৈলীর মধ্যেই শ্রীরূপানুগভজনপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ক্রম ও রসপরিপাটী নিহিত রহিয়াছে।

---

* অতস্তাসাং স্বরূপশক্তিত্বাদেব শ্রীভগবতস্তাভিঃ সহ বিরংসা জাতা (শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন ৮৩, শ্রীজীব)।

বর্তমান গ্রন্থের প্রবীণা সম্পাদিকা একান্ত ভজননিষ্ঠা হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধাম আশ্রয়ে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গের কৃপাদেশে শ্রীরূপপাদের শ্রীস্তবমালা হইতে কেবল অষ্টকাবলীর (শ্রীমথুরাষ্টক ব্যতীত) পদ্যানুবাদ রচনা করিয়া ভক্ত-সমাজে শ্রদ্ধামাত্র-মূল্যে বিতরণার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি শ্রীরূপের সমগ্র গীতাবলীরও পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। এই সকল তাঁহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী ভক্তিসাহিত্যসাধনার ফলস্বরূপ। পূজনীয়া সম্পাদিকা শ্রীধাম হইতে এই পতিতাধমকে অনেকদিন যাবৎ একটি "ভূমিকা" লিখিয়া দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা মাতৃদেবীর আজ্ঞার ন্যায় তাঁহার উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া এবং অষ্টকপাঠকের প্রতি শ্রীরূপপাদের অহৈতুক পরম আশীর্বাদসমূহ স্মরণ করিয়া শ্রীরূপপাদের বর্ষিত দুইটি প্রখ্যাত জগন্মঙ্গলাশীর্বাদকেই ভূমিকারূপে অবলম্বনপূর্বক "শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের ভূমিকা" রচিত ও এতৎসহ সংযুক্ত হইল।

শ্রীরূপের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" এবং "শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ" ইত্যাদি আশীর্বাদ-শ্লোকদ্বয় যে বেদসার পরমবাস্তব সত্য উহার কোনও অংশই বা একটি শব্দও অতিরঞ্জিত বা নিরর্থক নহে, তাহাই অলৌকিক ও লৌকিক রসজ্ঞগণের রসবিচার-ধারা, বিভিন্ন তথ্যরাজি ও শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তের সাহায্যে তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা প্রদর্শন করিবার এবং তদ্দ্বারা শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের অসমোর্দ্ধ্ব ও অতুলনীয় উৎকর্ষ-চমৎকারিতার দিগ্‌দর্শন করিবার প্রবল প্রেরণাই এই সুদুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। এজন্য সগণশ্রীরূপপাদ ও শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণববৃন্দের চরণে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরূপানুগ-গণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া যেন অকপটে প্রার্থনা করিতে পারি—

"যদি জন্ম হ্যনেকং স্যাৎ শ্রীরূপচরণাশয়া।
তচ্চ স্বীকৃতমস্মাভির্নান্যৎ শীঘ্রমিহাপি চ॥"

"শ্রীরূপেণ প্রবলকরুণাশালিনা দর্শিতং য-
ন্মাদৃঙ্‌মুগ্ধপ্রকৃতি-জনতা-শ্রেয়সে রাগবর্ত্ম।
তস্মিন্ যেষাং রতিরতিতরাং বর্ত্ততে সারভাজাং
তেষাং পাদাম্বুজনতিমতী কোটিশঃ স্যাজ্জনির্মে॥"

শ্রীপুরুষোত্তমধাম,
শ্রীস্নানযাত্রা, ৫ আষাঢ়, ১৩৬৬

শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ দাস (বিদ্যাবিনোদ)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টস্থাপক শ্রীরূপ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(শ্রীগৌতমীয়তন্ত্র ৭ম অঃ)

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কৃত উপরি-উক্ত শ্রীশ্রীরূপ-পাদপদ্ম-বন্দনার প্রসাদী ধ্বন্যালোক আমাদের চিত্তগুহার অন্ধকার বিনাশ করুন। বন্দনার প্রত্যেকটি শব্দ বিবিধ রসধ্বনিতে পরিপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণরসতত্ত্ববিৎ শ্রীমন্ত্রগুরুদেবের কৃপায় অনাদি-অজ্ঞানান্ধ জীবের চক্ষু উন্মীলিত হইলে সেই চক্ষুর যে শ্রীচৈতন্যরূপ-সংসর্গের জন্য স্বাভাবিক সাতিশয় তৃষ্ণা, তাহাই 'রাগ' (শ্রীভক্তিসঃ ৩১০)।

শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্টের স্থাপক। সর্বতোভাবে পূজিত, অভিপ্রেত (শ্রীশ্রীধর ভা ১০।১৪।৪১) বা প্রিয়তম (শ্রীসনাতন-ঐ) বস্তুকে অভীষ্ট বলে। রসশাস্ত্রানুসারে (শ্রীনাটকচন্দ্রিকা ৬১১) রসাস্বাদনের ইচ্ছাবশতঃ হৃদ্যবস্তুতে যে মমতা তাহা অভিপ্রায় বা অভীষ্ট নামে কথিত।—"অভিপ্রায়ং পরে প্রাহুর্মমতাং হৃদ্যবস্তুনি"। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥ সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার। আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥" (চৈ চ ১।৪।২২২-২২৩)। স্বমাধুর্য রসাস্বাদনই শ্রীব্রজেন্দ্র-কুমারের হৃদ্য। শ্রীরাধার প্রৌঢ়-নির্মল-ভাবরূপ সর্বোত্তম প্রেম শ্রীব্রজেন্দ্রকুমারের

সেই স্বমাধুর্যরস আস্বাদনের একমাত্র কারণ। সেই শ্রীরাধার ভাবকান্তি-বিমণ্ডিত হইয়া শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সপরিকরে সেই উন্নত উজ্জ্বল রস আস্বাদন করিয়া প্রকটলীলা-কালে সেই রস কৃপাসিদ্ধের রীতিতে আপামর সকলকে আস্বাদন করাইলেন এবং যাহাতে পরবর্তিকালেও সেই রস আপামর সাধারণ সাধনসিদ্ধের রীতিতে আস্বাদনের অধিকারী হইতে পারেন তজ্জন্য যে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের নিজানুরূপ শ্রীরূপের দ্বারা তাহা পরিবেষণ করাইবার অভিলাষ, তাহাই শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট।

'স্থাপক' শব্দটিও রসশাস্ত্রীয় পরিভাষা। প্রধান নটকর্তৃক পূর্বরঙ্গের (মঙ্গলাচরণের) পরে যিনি রঙ্গে প্রবেশ করিয়া কাব্যার্থ স্থাপন করেন, তাঁহাকে স্থাপক বলে। স্থাপক নাটকীয় বস্তুবীজের সূচনা করেন। স্থাপক প্রধান নটের (সূত্রধারের) তুল্যগুণযুক্ত প্রধান নট বলিয়া 'সূত্রধার' পদেও উক্ত হয়েন (সাহিত্যদর্পণ ৬।১২)। মহাভাব-রসরাজ-একীভূত-তনু শ্রীগৌর হইলেন সূত্রধার বা প্রধান নট আর তাঁহারই 'একরূপ' 'যুগল-উজ্জ্বল-রস-তনু' শ্রীরূপ লীলারস-কাব্যার্থের স্থাপক।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৫৪) "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ" ইত্যাদি উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীবৃন্দাবনে রসসমূহ মূর্তিমান হইয়া অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য —রসাম্বুধিস্বরূপ। শ্রীরূপ সেই রসময়মূর্তি অভীষ্টদেবের প্রতিষ্ঠাপক।

'রূপ' শব্দটিরও নানা রসধ্বনি আছে। যে সৌন্দর্য-কান্তি-প্রভৃতির সমবায়-বিশেষে অলঙ্কারসমূহ পরম শোভিত হয় (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৩৩৮), শরীরে কোন ভূষণাদির পরিধান ব্যতীতও যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষিতের ন্যায় প্রকাশিত হয় (উজ্জ্বল ১০।২৫) ইত্যাদি অর্থে অলঙ্কার শাস্ত্রে 'রূপ' শব্দের প্রয়োগ হয়। বিবিধ রসধ্বনির ঐক্যতানে রসিকগণ শ্রীরূপের বন্দনা আস্বাদন করেন।

শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভকার শ্রীকবিকর্ণপূর বলেন,—শ্রীরূপ—শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়-স্বরূপ—শ্রীস্বরূপদামোদরের প্রিয় ও স্বয়ংরূপ-তত্ত্বের সর্বোৎকর্ষ-নিরূপক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়িতস্বরূপ। প্রেমস্বরূপ—মূর্তিমান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণপ্রেম। সহজাভিরূপ

—স্বভাবতঃই মনোরম। শ্রীমহাপ্রভুর নিজানুরূপ—প্রেম-প্রচার-বিষয়ে স্বয়ং মহাপ্রভুরই তুল্য। রূপেও (সৌন্দর্যেও) মহাপ্রভুরই ন্যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শ্রীরূপে স্ববিলাস (নিজ ব্রজ ও নবদ্বীপ-লীলা) ও স্ব-রূপ (রসতত্ত্ব) সঞ্চার করিয়াছেন। (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৯।৩০)

শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ কর্তৃক আদিকবিতে শক্তিসঞ্চার-লীলা

শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ "বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং" ইত্যাদি শ্লোকে (চৈঃ চঃ ২।১৯।১) বলিয়াছেন, শ্রীগৌরহরি পূর্বকল্পের লীলায় জগতে যে ব্রজরস-কেলি-বার্ত্তার প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই সুদীর্ঘ-কাল-মধ্যে লুপ্ত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারপূর্বক সেই রসকেলিবার্ত্তা পুনরায় বিস্তার করেন, যেরূপ কল্পারম্ভে ব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।১) হইতে জানা যায়, কল্পারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ আদিকবি শ্রীব্রহ্মাতে (বা আদিরসের কবিতে) সঙ্কল্পমাত্রেই স্ব-তত্ত্ব (বা আদিরস-তত্ত্ব) বিস্তার করিয়াছিলেন (তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে)। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা (৫।২৩-২৪) হইতে জানা যায়, আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সংস্কৃত ব্রহ্মা বেদসার স্তবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং পূর্বসংস্কারবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আদিষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। "ততান রূপে স্ববিলাসরূপে" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৯।৩০) এবং "হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং" (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২) এই উক্তি হইতেও তদ্রূপ জানা যায়, বর্ত্তমান কল্পের লীলায় আদ্যহরি শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপ গোস্বামীতে সর্বতত্ত্ব বিস্তার করেন এবং শ্রীগৌরশক্তিসঞ্চারিত শ্রীরূপ বেদসার "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব করেন। পূর্বসংস্কারবশতঃ (পূর্বকল্পে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার রসাচার্যত্ব-হেতু) শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যাদিষ্ট মনোঽভীষ্ট ব্রজরসের স্থাপনা করেন। অতএব প্রতি কল্পেই শ্রীরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের রস-প্রস্থানের শিল্প-প্রজাপতি বা আদিকবি (আদি বা উজ্জ্বল-রসের কবি)।

শ্রীস্বরূপ-শ্রীরাম রায়-প্রমুখ আরও বহু অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চারের কারণ কি? শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেন, শ্রীরাধারাণী

যেরূপ পৌর্ণমাসী বৃন্দাদির প্রতি এবং জ্যেষ্ঠাকল্পা ললিতা বিশাখাদির প্রতি গৌরববুদ্ধিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসহ নিজ রহঃলীলার সমস্ত কথা শ্রীরূপ-মঞ্জরীর নিকটই নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেন, সেইরূপ শ্রীরাধাভাবাঢ্য প্রভু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ স্থানে—শ্রীরূপহৃদয়েই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার রহস্যোদ্ঘাটন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-বর্ণনার্থ শক্তিসঞ্চার করেন।

"যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি লৌকিক কবির শ্লোকটি, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন ও আস্বাদন করিতেন, সেই শ্লোকের মহাপ্রভুর হৃদ্গত গূঢ় ভাবানুযায়ী রসধ্বনি নীলাচলে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়াদির অবস্থানকালে শ্রীরূপই "প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি স্বকৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহাতেও শ্রীরূপের সহৃদয়তা ও শ্রীচৈতন্যের রসধ্বনি-প্রস্থানের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব প্রমাণিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলিতে শ্রীশ্রীরূপসনাতমকে "পুরাতন দাস" (চৈঃ চঃ ২।১।২০৭) বলিয়াছিলেন। অতএব স্বীয় নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তকে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আধুনিকবৎ শক্তিসঞ্চার-লীলা (শ্রীচরিতামৃত-টীকা, ২।১৯।১২১)।

শ্রীভগবান্ নিজ নিত্যলীলাপরিকরগণকেই উপলক্ষ করিয়া অপরকে শিক্ষা প্রদান করেন। লীলাপরিকরগণের সর্বক্ষেত্রেই ইহা জানিতে হইবে। —(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৬৬)। শ্রীচক্রবর্তিপাদও (সারার্থদর্শিনী ১২।১৩।২১) বলেন, যাঁহারা জীবকুলকে মঙ্গল গ্রহণ করাইবার কৌশল-বিষয়ে পরম নিপুণ, সেই সকল মহাকৃপালু মহদ্গণ কোন মহাপ্রসিদ্ধ (নিজপ্রিয় ও সুবিখ্যাত) ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়াই জগতে হিতোপদেশপরম্পরা দানের নীতি অবলম্বন করেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীঅর্জুনের ও শ্রীউদ্ধবের মোহ ও অন্যাবেশ, শ্রীঅক্রূরের ও শ্রীযাদবগণের নানাপ্রকার ব্যবহার ও পরস্পর কলহাদি, শিশুপাল দন্তবক্রের কৃষ্ণবিরোধ (ক্রমসন্দর্ভ ৭।১।৩২ ও মাধুর্যকাদম্বিনী ৪ অনু), জগদ্গুরু শ্রীমহাদেবের মোহিনীরূপ দর্শনে মোহ ইত্যাদি এবং শ্রীগৌরকৃষ্ণলীলায় জগাই-মাধাই, ছোট শ্রীহরিদাস, শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীরামচন্দ্র পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রমুখ লীলাসঙ্গিগণের নানা ব্যবহার কিংবা শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদির পূর্বে বিষয়ীর সঙ্গে অবস্থিতি ও সাধকবৎ আচরণ কোনটিই সেই সেই নিত্যভগবৎপরিকরগণের অনর্থের পরিচায়ক নহে এবং শ্রীভগবানের নিজ প্রিয়জনগণের প্রতি দণ্ডাদিলীলা বা উপদেশাদিও তাঁহাদের জন্য নহে—তাহা জহল্লক্ষণা-দ্বারা (ভগবৎল্লীলাসঙ্গিগণকে পরিত্যাগপূর্বক) ভক্তিপথের সাধকসম্প্রদায়ের জন্য—(শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ ৬৬)। "তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোঽয়ম্" (ক্রমসন্দর্ভঃ ১১।৭।৬); "স্বব্যাজেনান্যানুদ্দিশ্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্" (ঐ ১১।২৯।৪০)। —"ঝি মেরে বউয়ের শিক্ষা" (প্রবাদ); "নিজ ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম বুঝাইতে" (চৈঃ চঃ ৩।২।১৪৩); "এসব বৈষ্ণব অবতারে অবতারি। প্রভু অবতরে ইহা সবে অগ্রে করি ॥" (চৈঃ ভাঃ ৩।৮।১৭০); "গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, **নিত্যসিদ্ধ** করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ ॥" শ্রীকৃষ্ণলীলার, শ্রীগৌরলীলার বা যে কোন ভগবল্লীলার সাক্ষাৎ কোন লীলাপরিকরকে তটস্থাশক্তিস্থানীয় সাধকজীব মনে করিলে স্বয়ং-ভগবান্ বা তদেকাত্ম লীলাবতারগণকেও আচার্য্য বা ব্যষ্টিগুরুস্থানীয় ব্যক্তিরূপে কল্পনা ও তজ্জনিত অপরাধ অনিবার্য্য হয়। অতএব শ্রীরূপে আধুনিকবৎ শক্তিসঞ্চার কেবল লোকপ্রতীতির জন্য। অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যশক্তিসঞ্চারিত স্বপার্ষদ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যরসশাস্ত্রনিরূপণে অপরে অধিকারী নহেন, ইহা লোকে জানাইবার জন্য।

শ্রীচৈতন্যের প্রদেয় জীবপ্রাপ্য চরমসাধ্য (চৈঃ চঃ ২।৮।১৯৫-২০৪) যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবামৃত-রস, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপমঞ্জরীর দ্বারাই প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগুরুরূপা সখী-মঞ্জরীও শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীপাদপদ্মেই সাধকমঞ্জরীকে সমর্পণ করেন। শ্রীরাধার প্রাণপ্রেষ্ঠা শ্রীললিতা-শ্রীবিশাখাদি সখীও কুঞ্জসেবাকালে যে রহঃসেবায় অধিকারিণী নহেন, শ্রীরূপমঞ্জরী সেই সেবায় নিত্য অধিকারিণী। শ্রীল দাস-গোস্বামিপাদ শ্রীব্রজবিলাস-স্তবে (৩৮) বলেন—

প্রাণপ্রেষ্ঠ-সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিজভক্তিরসবিতরণ

জগতের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় ও দার্শনিক সম্প্রদায়েরই মূল আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আনন্দ এবং নির্বাণ বা মুক্তিতেই সেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-রসমূর্ত্তিধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্মে বা দর্শনে আনন্দেরও যাহা আশ্রয়, সেই রস-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন এবং পরতত্ত্বসীমার প্রীতিতেই রসানুভবের পরাকাষ্ঠা। পরতত্ত্বের আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে তত্তৎ ভগবৎস্বরূপের ভক্তগণেরও প্রীতির ও রসের তারতম্য হয়। "কুসুমে মধুর সঞ্চার যেমন ভ্রমরের প্রয়োজনেই, সেইরূপ ভক্তহৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার কেবল প্রেমমধুপ ভগবানেরই প্রয়োজন বা প্রীতিসাধন-নিমিত্ত—ভক্তের স্বপ্রয়োজনে নহে।" (শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা)

লৌকিক রসজ্ঞগণ কাব্যামৃতরসাস্বাদ ও সহৃদয়গণের সঙ্গ—এই দুইটিকে সংসার-বিষবৃক্ষের মধুর ফল বলেন। বস্তুতঃ লৌকিক কাব্যাদিতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া যে রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা কবির বর্ণনচাতুর্য্যমাত্র। উহার দ্বারা অখণ্ড নিত্যনিরবদ্য রসের আস্বাদন, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তি ঘটে না। এজন্য লৌকিক রতিতে দাস্যাদি-রস নিষ্পত্তি অসম্ভব।

প্রাকৃত নায়ক অতি নশ্বর বলিয়া তাহাতে রস হয় না। নির্বিশেষব্রহ্মের রসরূপতা অনভিব্যক্ত, ক্লীবব্রহ্ম রসিক নহেন। অন্তর্যামী পরমাত্মায় শক্তির আংশিক বিকাশ থাকিলেও তিনি সাক্ষিস্বরূপ, উদাসীন; সুতরাং তিনিও রসিক নহেন। শ্রীরাম-নৃসিংহাদি যাবতীয় ভগবৎস্বরূপই রসিক, কিন্তু কেহই "সর্বরস" বা "অখিলরসামৃতমূর্ত্তি" নহেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। (ভাঃ ১০।৪৩।১৭ ইত্যাদি)। সুতরাং তিনিই রসিকশেখর। যিনি সর্বকারণ-কারণ (ব্রঃ সংহিতা ৫।১), যিনি সর্বধর্মজ্ঞ (ভাঃ ১১।১৭।৭), যিনি রসিকশেখর, তিনিই তাঁহার সমস্ত স্বাংশ ও বিভিন্নশক্তি-তত্ত্বসমূহের মধ্যেও কাহার কি পরিমাণ রস, তাহা নিরূপণ করিতে পারেন। "বিষ্ণু-মহাবিষ্ণু-ব্রহ্মা-শিব-মৎস্যকূর্মাদয় ইতি ভগবতঃ শ্রীরাধাকান্তস্যাংশ-কুল-কলা-শক্ত্যাবেশাদিষু বর্ত্তন্তে।

এতেষামংশাদীনাং নির্ণয়ং কর্ত্তুং কর্ত্তা স্বয়ং শ্রীভগবানেব নান্যঃ।" (শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রত্নপ্রকাশ ৫ম রত্ন)। রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু সর্বরসাম্বুধি শ্রীমদ্ভাগবত-রসমূর্ত্তি শ্রীগৌরহরি স্বলীলায় সমস্ত রসের বিচিত্রবিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং স্বীয় রসশিল্পপ্রজাপতি শ্রীরূপের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতরসসিন্ধু মন্থন করিয়া শ্রীভাগবতামৃতে রসলক্ষণে সম্বন্ধিতত্ত্ব শ্রীভগবৎস্বরূপবৃন্দ ও তদীয়বৃন্দের তারতম্য, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অভিধেয় ভক্তিরসসমূহের তারতম্য এবং শ্রীউজ্জ্বল--নীলমণিতে নামাকৃষ্ট রসজ্ঞগণের প্রয়োজনতত্ত্ব রসরাট্ মধুর রসসাক্ষাৎকার-চমৎকারিতা-পরাকাষ্ঠা ও তারতম্য-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন। তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব আনন্দস্বরূপ॥ দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥ (চৈঃ চঃ ১।১।৯৬-১০০)—ইহাই হইল শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রকাশিত রসবিজ্ঞানের পরিভাষা-বাক্য। তাঁহাদের নিরূপিত সম্বন্ধী, প্রয়োজন ও অভিধেয় তিনতত্ত্বই অনন্যাপেক্ষী ও সর্বাংশী। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই রসিকশেখরত্ব, ব্রজগোপীপ্রেমেই রসোল্লাস-পরাকাষ্ঠা, শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্বভক্তিরসের বিকাশ। এজন্য তাঁহারা নিখিল আনন্দের আনন্দস্বরূপ পরম রসময়।

অপ্রাকৃত মহাকাব্যমুকুটমণি, নিগমকল্পতরুর গলিতফল, অখিলরসামৃতখনি শ্রীমদ্ভাগবত (যদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ) এবং শ্রীনামাকৃষ্টরসজ্ঞ সহৃদয় ভক্তিরসপাত্র—এই দুইটির দ্বারাই শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-পিতৃদ্বয় ভক্তিরস বিতরণ করিয়া সেই লব্ধরস-ভক্তের প্রেমরসে বশীভূত হয়েন। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্টস্থাপক শ্রীরূপ ভূতলে সেই শ্রীমদ্ভাগবত-কাব্যরসামৃত দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যাকারে প্রকাশ করিয়া এবং স্বয়ং সহৃদয় ভক্তিরসপাত্ররাজরূপে প্রকটিত হইয়া শ্রীনামাকৃষ্ট ভক্তিরসিক বিশ্ববৈষ্ণবের মূল আশ্রয় হইয়াছেন।

কল্পকালব্যাপিনী অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি

শ্রীরূপ জগতের প্রতি আশীর্বাদ-বর্ষী (শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণ) শ্লোকে বলিয়াছেন,—শ্রীশচীনন্দন-হরি যে নিজ ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার

জন্য কৃপাপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইরূপ ভক্তি ব্রহ্মার এই দিবসের (কল্পের) মধ্যে কোনও যুগে, কোনও কালে অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।৩৮) দৃষ্ট হয়, এই কল্পেই স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে লীলাবতার শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহূতিকে সকল রসের রাগভক্তির (ভক্তিসন্দর্ভ ৩:০) উপদেশ করিয়াছেন। এই সংশয়াশঙ্কা করিয়াই শ্রীরূপ বলিয়াছেন—শ্রীশচীনন্দনের প্রদত্তা ভক্তি উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী-স্বভক্তিশ্রী"—উজ্জ্বল (শৃঙ্গার) রসময়ী, তাহা আবার উন্নত—"শ্রীব্রজগোপীভাবেন পরমোৎকর্ষ-কক্ষাং প্রাপ্তঃ"—শ্রীব্রজগোপী শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবে পরমোৎকর্ষ-কক্ষাপ্রাপ্ত। ইহা স্বয়ং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কোন ভগবৎস্বরূপেরই নিজস্ব সম্পত্তি নহে, সুতরাং অপরে তাহা দান করিতে পারেন না।

শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কল্পের বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে সেই উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-সম্পত্তি তাঁহার লীলাপরিকরগণে ও ভক্ত সম্প্রদায়েই লীলাদ্বারে দান করিয়াছেন। পূতনাদি অভক্তে শ্রীযশোমতীর অনুকরণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা দেহবিনাশের পরে গোলোকগতি প্রাপ্ত হন। যে লীলাপুরুষোত্তম নিজ অন্তঃপুরের মধ্যেই নিজস্ব বস্তু কেবল নিজ-জনে দান করিয়াছিলেন, সেই লীলাপুরুষোত্তমই তৎসন্নিহিত কলিতে আবির্ভাব-বিশেষে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর ভাবকান্তিবিমণ্ডিত হইয়া সপরিকরে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বয়ং লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া, পরিকরগণকে সর্বত্র প্রেরণ করিয়া, অযাচকে যাচিয়া আপামরে নিজস্ব প্রিয়তম ও অপর কর্তৃক অপ্রদেয় সেই সুদুর্লভ সম্পত্তি যথেচ্ছ বিতরণ এবং সকলেরই যথাবস্থিত দেহেই সদ্য সদ্য সেই স্ব-নাম-প্রেমরস আস্বাদন করাইলেন। ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ অষ্টসহস্রযুগ (ভাঃ ১২।৪।২-৩) পূর্বে শ্রীগৌরকৃষ্ণ এই ব্রজপ্রেম এই রূপই আপামরে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল পরে পুনরায় এই-কলিতে (৪৭০০ বর্ষপরিমিত কলিযুগাংশে) ১৪০৭ শকাব্দায় শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া সেই নিজস্ব প্রিয়তম সম্পত্তি ধান্যরাশির ন্যায় সর্বত্র নিঃক্ষেপ করিয়াছেন।

শ্রীরূপপাদ শ্রীচৈতন্যাষ্টকে (৩।৩) বলিয়াছেন—

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥

—যাহা বিভিন্ন বেদে, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহে ভক্তিস্বরূপ-প্রকাশক কোন প্রকারেই বর্ণিত হয় নাই (যদিও শ্রুতিতে স্থানে স্থানে ভক্তির কথা সূত্রাকারে উক্ত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ মুদ্রিতাবস্থায়ই রহিয়াছে—শ্রীবলদেব ভাষ্য), সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাবতারেও শ্রীরাধাপ্রেমমাধুর্য্যসীমার কথা এইরূপভাবে এবং শ্রীকপিল শ্রীব্যাসাদি অবতারেও তাহা এইরূপ বিবৃত হয় নাই। হে রস-সাগর! তুমি সেই ভক্তিরত্নকে এই পৃথিবীতে ধান্যরাশির ন্যায় যথাতথা অনবরত নিঃক্ষেপ করিতেছ।

শ্রীরূপ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রারম্ভে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" ইত্যাদি শ্লোকে সেই ভক্তিরত্নের যে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, এইরূপ মৌলিক, চিদ্বৈজ্ঞানিক, পরিপূর্ণতম ভক্তিলক্ষণ শ্রীনারদ-শ্রীশাণ্ডিল্যাদিকৃত ভক্তিসূত্রেও পাওয়া যায় না।

এক সময় শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ-চতুষ্টয়-(চৈঃ চঃ ১।১১।৫১, ৩৮-৫০) বংশীয় স্বনাম-প্রসিদ্ধ পরমারাধ্যপাদ প্রভুবর শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামি-মহোদয় তাঁহার আত্মজের হস্তে একখানা শ্রীনারদ ও শ্রীশাণ্ডিল্যকৃত 'ভক্তিসূত্র' গ্রন্থ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেন—"সূত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন কি? তৈয়ারী কাপড়ই পাওয়া যায়।" ইহা বলিয়া শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থ পাঠের উপদেশ করেন।[১] শ্রীরূপানুগবর রসিক মহাজনের এই উক্তি রসধ্বনিময়। ভক্তিশক্ত্যাবিষ্ট শ্রীনারদাদি-প্রচারিত ভক্তিলক্ষণ

১। শ্রীকৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য—'গ্রন্থকারের জীবনী'—শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামি-কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ৩॥৵০—৩॥৵০ পৃঃ (কলিকাতা—১৩১৭ বঙ্গাব্দ)

ভক্তি-পথিকগণের পরিধেয়-নির্মাণোপযোগী সূত্রসমষ্টিস্থানীয়, আর স্বয়ংরূপ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের রসশিল্পবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীরূপের প্রকাশিত ভক্তিরসবিজ্ঞান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দেরও নয়নানন্দকারী ও চমৎকারী নিকুঞ্জসেবাপরা মঞ্জরী-যূথের পরিধেয় সম্পূর্ণ বিচিত্র বসনস্থানীয়।

শ্রীরূপের অসমোর্দ্ধ্ব মৌলিকতার কারণ

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সর্বপ্রথম শ্লোকেই শ্রীরূপ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীরাধা-প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীরূপের হৃদয়রূপ দিব্যকমলকোষে বিলসিত শ্রীমদ্ভাগবত-রসরাশিই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্থাপিত হইয়াছে। দ্বাদশ রসই যাঁহাতে বর্ত্তমান, সেই অমৃত বা পরমানন্দই যাঁহার মূর্ত্তি, তিনিই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—রসরাজ। (ভাঃ ১০।৪১।২৮, ১০।১৪।২২, ১০।৪৩।১৭ ইত্যাদি)। সেই রস মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা বলিয়া অমৃত (পরমানন্দস্বরূপ)। শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের মূল সেই মহাভাব-রসরাজ মিলিত-তনু স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম।

শ্রীরূপ-পাদ আদি লৌকিক রসাচার্য্য ভরতমুনির মতের পরিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টিই করিয়াছেন। ভরতমুনি লৌকিক নায়ক নায়িকার সম-রসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অলৌকিক নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তাঁহার স্বরূপশক্তি নায়িকাশিরোমণির প্রেমাধিক্য স্বরূপসিদ্ধ বলিয়া বিষয়ালম্বন-গত আনন্দ হইতেও আশ্রয়ালম্বনগত আনন্দের চমৎকারিতাধিক্য হয় এবং সেই রস-চমৎকারিতা আস্বাদনের জন্য রসিকশেখর নায়কেরও নায়িকার ভাবগ্রহণের স্বরূপানুবন্ধী লালসা হয়; ইহা কোন লৌকিক, এমন কি অন্য কোন অলৌকিক রসজ্ঞও কল্পনা করিতে পারেন না। শ্রীরাধা মাদনাখ্যমহাভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ, সেই মাদনের কথা ভরতমুনি ত নির্দ্দেশ করেনই নাই, এমন কি শুকমুনি সম্পূর্ণভাবে বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। "ন নির্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলম্ (শ্রীউজ্জ্বল, স্থায়ী ২২৬)। কিন্তু যখন সেই মাদন মহাভাব ও রসরাজ সম্মিলিতবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্ববিগ্রহে সমস্ত ভাব প্রকট

করেন, তখন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করিয়া বর্ণন করিতে পারেন। শ্রীরূপ সেই রস-সাক্ষাৎকার করিয়া রসপ্রস্থান রচনা করিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গাররসকে উজ্জ্বল-রস ও তাহার বর্ণ শ্যাম বলা হইলেও শৃঙ্গাররসমূর্ত্তিধর শ্রীশ্যামসুন্দরের নামরূপ-গুণলীলাদির কথা নাই।

নাট্যশাস্ত্রে (৬।১৬) শৃঙ্গার-হাস্যাদি আটটি নাট্যরসের মধ্যে ভক্তিরসের কোনও উল্লেখ নাই। ভোজের সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে, বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতিতেও ভক্তি 'রস' নহে, 'ভাব' মাত্র, এইরূপ মতেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, দেবাদি-বিষয়া রতি ভাবের অন্তর্ভুক্ত। সেই ভাব এতটা অভিসম্পন্ন হইতে পারে না, যাহাতে রসতা লাভ করিতে পারে।

ভোজরাজ রসের অসংখ্যেয়তার কথা বলিয়া শৃঙ্গারকে মুখ্যরস বা অঙ্গিরস বলিয়াছেন। ভোজের মতে শৃঙ্গার আত্মার অহঙ্কারবিশেষ। অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তিরই রত্যাদি জন্মে, শৃঙ্গারী ব্যক্তিই রমণ করেন, হাস্য করেন, উৎসাহিত হয়েন, স্নেহবিশিষ্ট হয়েন। এই অহঙ্কার হইল সাংখ্যের মতানুযায়ী দ্বিতীয় বিকার বা প্রাকৃত মহৎতত্ত্বজাত অহঙ্কার। যতদিন এই অহঙ্কার থাকিবে, ততদিন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও মোক্ষলাভ করিতে পারেন না (শৃঙ্গারপ্রকাশ ২১ অঃ)। অতএব ভোজের রস বদ্ধদশাতেই আস্বাদ্য এবং রসাস্বাদন বদ্ধ জীবেরই ধর্ম। ভোজরাজের কথিত আনন্দ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার। ভোজরাজ রসপ্রস্থানে নিরীশ্বর সাংখ্যমতাবলম্বী বলিয়াই তাঁহার মতে মুক্তিতে রসের প্রসঙ্গই নাই। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে (৬৫ অনু) শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যমতাবলম্বীর আনন্দ প্রাকৃতসত্ত্বময়।

অলৌকিক রসবিদ্‌গণের রসবিচার

অলৌকিক রসাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীবাল্মীকি শ্রীরামায়ণে প্রায়শঃ করুণ ভক্তি-রসকে অঙ্গি-রস, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শ্রীমহাভারতে প্রায়শঃ শান্তভক্তিরসকে অঙ্গি-রস করিয়াছেন। শ্রীব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ও মহাভারতাদিতে শান্তভক্তিরসের

কথা প্রচুর বর্ণন করিয়াও অপূর্ণতা বোধ করায় (ভাঃ ১।৪।২৯-৩০) শ্রীনারদের উপদেশে অখিলরসাত্মক শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া রসের অবধি উপলব্ধি করেন। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৩।১৭) কংসরঙ্গপ্রসঙ্গে ভাবার্থ-দীপিকায় শ্রীরূপ-কথিত প্রীতভক্তিরসকেই (দাস্যরসকেই) 'সপ্রেমভক্তিক' রসোত্তম বলিয়াছেন। শ্রীনামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধরও (৩য় অধ্যায়ে) উক্ত দাস্যরসকেই সামান্যভাবে (বিশেষ নামকরণ, বিভাবাদি প্রদর্শন না করিয়া) রসরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীসুদেবাদি আলঙ্কারিকগণ শান্তরসরূপে উক্ত প্রীতরসই (দাস্যরসই) বর্ণন করিয়াছেন (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।১-২)। শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত কংসরঙ্গের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণে পঞ্চমুখ্য ও সপ্ত গৌণ—এই দ্বাদশরস সামান্যভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন (প্রীতিসন্দর্ভ ১১০ ও সারার্থদর্শিনী ১০।৪৩।১৭)। শ্রীনৃসিংহোপাসক ধ্বনিকার আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য ও লোচন-টীকাকার শৈব অভিনবগুপ্ত, মুক্তাফলকার বোপদেব, হেমাদ্রি প্রভৃতি রসজ্ঞগণ শান্তরসে ভক্তিরসের স্থান দিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে শান্তরসের কোন স্থানই নাই—তথায় তরুলতাদি পর্য্যন্ত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে মমতাযুক্ত। শ্রীনন্দনন্দনের দাসগণও আপনাদিগকে শ্রীব্রজরাজ শ্রীনন্দেরই ভৃত্য বলিয়া জানেন; সুতরাং শ্রীনন্দদুলালের সহিত ব্যবহার সখাতুল্যই হয়। শ্রীরূপপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (৩।২৫।৩৮) শ্রীকপিলদেবোক্ত "যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্" ইত্যাদি শ্লোক হইতে শান্তাদি পঞ্চমুখ্য রতিকে নিত্য স্থায়ীভাবের সূত্ররূপে মাত্র গ্রহণ (শ্রীক্রমসন্দর্ভ ৩।২৫।৩৮ ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১০ অনু) করিয়া ঐসকল রসের পূর্ণ বিশ্লেষণ ও পর্য্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীবোপদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের রসবিচার

শ্রীবোপদেব মুক্তাফলে (১১ অঃ) ও কৈবল্যদীপিকা টীকায় ভক্তিরসের সামগ্রীসমূহ প্রদর্শন করিয়া ভক্তির রসত্ব স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে ভক্তি কৈবল্যলাভের উপায় মাত্র এবং পরমার্থশাস্ত্রে শান্তভক্তিরসই

শ্রেষ্ঠ, শৃঙ্গার রস শ্রেষ্ঠ নহে (ঐ ১১৷১,১৭৷৩) ; গোপীর 'অবিহিতা কামজা' ভক্তি পাপযুক্তা। 'কামোঽত্র পরপরিগৃহীতায়া অনূঢায়া বা স্ত্রিয়াঃ পরপুরুষে দুরভিসন্ধিঃ * * **গোপীনাং * * জারত্বেন ভজমানানাং** দৈবাৎ তস্য (কৃষ্ণস্য) ঈশ্বরত্বাৎ মুক্তিলাভঃ (কৈবল্য ৫৷১৪)—এস্থানে 'কাম' অর্থে অন্যের পরিণীতা বা অবিবাহিতা স্ত্রীর পরপুরুষে দুষ্টাভিসন্ধি। কৃষ্ণকে জাররূপে ভজনশীলা গোপীগণের উপপতিটি দৈবক্রমে ঈশ্বর হওয়ায় ঈশ্বরে মনঃসংযোগবশতঃ মুক্তিলাভ হয়। শ্রীবোপদেবের সমসাময়িক শ্রীমধ্বের মতও প্রায় এইরূপ। শ্রীমধ্বের মতে গোপীর কামযুক্তা মনোবৃত্তি পূতনা-কংসাদির দ্বেষ ও ভয়ের ন্যায় পাপযুক্ত ও অনুচিত। **গোপ্যঃ কামযুতা ভক্তাঃ** (ভাঃ তাঃ ৭৷১৷৩১)। **কামিত্বেনাপ্সরস্ত্রিয়ঃ * * কামভক্ত্যাপ্সরস্ত্রীণামন্যেষাং নৈব কামতঃ * * জারত্বেনাপ্সরস্ত্রীণাং** কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা। * * জগৎপ্রপিতামহে জারবুদ্ধির্নযুক্তা। **বিমুক্তাবপি কামিন্যো** বিষ্ণুকামা **ব্রজস্ত্রিয়ঃ** (ঐ ১০৷২৯৷১৫-১৫)। কামাদিকৃত পাপ ভক্তিপ্রভাবে পরিত্যক্ত হইলেই গোপীর মোক্ষপ্রাপ্তি (৭৷১৷৩০) হয়। পূতনাবিষ্ট উর্বশীরই স্বর্গগতি, পূতনাদির নরকপ্রাপ্তি (১০৷৬৷৩৫) ঘটে। কৃষ্ণে কামযুক্তা গোপীগণের কামত্বহেতু দেহত্যাগে স্বর্গপ্রাপ্তি, কালান্তরে কৃষ্ণকে সম্যক্ জানিয়া মোক্ষলাভ (১০৷২৯৷১৩, ১১৷১২৷১৩) হয়। কতকগুলি অপ্সরস্ত্রীর উপপতিরূপে, দেবস্ত্রীগণের শ্বশুর-রূপে, শ্রীলক্ষ্মীর পতিরূপে, শ্রীব্রহ্মার পিতৃরূপে, অন্যান্য সকলেরই প্রপিতামহরূপে ভগবদুপাসনায় যোগ্যতা (ঐ)। বায়ুর তৃতীয়াবতার (মঃ ভাঃ তাঃ ৩৷৯) শ্রীমধ্ব শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-প্রশংসা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তিকে কৈমুতিকন্যায়ে বায়ু ও ব্রহ্মারই উৎকর্ষ ও ভগবৎপ্রাপ্তির বিজ্ঞাপক বলিয়াছেন। কিমু বায়্বাদ্যা ইতি দর্শয়িতুং গোপিকাপ্রশংসনম্। সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সর্ব্বোত্তমস্তু বায়ুরেব (১১৷১২৷১৬), সর্ব্বাধিকো ব্রহ্মা (১১৷১২৷২১)। কংসস্থিত বায়ুরই কৃষ্ণাবিষ্টতা (১০৷৪৪৷৩৯)।

শ্রীরূপপাদ 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং' ইত্যাদি ভক্তিলক্ষণে শ্রীবোপদেব-কথিত (৫ অঃ) দ্বেষজা ও ভয়জার ভক্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। শ্রীমধ্বমতে ভক্তের চরম সাধ্য মুক্তিতে দ্বেষী পূতনাদি অনধিকারী, কিন্ত শ্রীরূপের সিদ্ধান্তে হতারিকে মোক্ষ ও মোক্ষধিকারী ভক্তিগতিদান শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত গুণবিশেষ। (ভঃ রঃ সিঃ ২৷১৷৪০, ২০৪)। শ্রীমধ্বাদিকথিত কামযুক্তা নিকৃষ্টা ভক্তিকে শ্রীরূপ পরমোৎকৃষ্টা রাগাত্মিকা এবং সর্ব্বসাধনসাধ্যবিদুষী শ্রুতিগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণেরও শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাবময় কাম শ্রীবৃহদ্বামন-পুরাণে প্রসিদ্ধ বলিয়া (জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সর্ব্বতোঽধিকম্) জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ শ্রুতিগণ

গোপীর ভাবানুগতভাবে ভজনশীলা (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)। গায়ত্রীরও গোপীরূপেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি এবং গোপীভাবের অনুগতভাবে অন্য সাধকগণেরও উপপতিভাব শাস্ত্র-সম্মত। ব্রজ-গোপীর কেহই প্রাকৃত মানুষী নহেন। তাঁহারা ঋষিপূর্ব্বা, শ্রুতিপূর্ব্বা, দেবীপূর্ব্বা ও নিত্যসিদ্ধা গোপকন্যা। স্বরূপশক্তি বলিয়াই তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি-বিলাস-লক্ষণ-তৎপ্রেমময়ী রমণেচ্ছা। শ্রীসত্যভামাংশভূতা কুব্জার ভাবও পাপযুক্ত নহে। অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রে গোপীজনবল্লভরূপে কৃষ্ণের নির্দ্দেশ থাকায় গোপীসহ কৃষ্ণের রমণ অনাদিসিদ্ধ। ব্রহ্মার সমাধিশ্রুত বাক্যানুসারে (১০।১।২৩) শ্রীরাধাদি নিত্যাসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রিয়ার দাস্যার্থ দেবস্ত্রীগণেরও ব্রজে জন্ম হয় (উজ্জ্বল ৩।৪৪—৫৫)। ব্রজ-গোপীপদরেনু প্রাপ্তির আশায় ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াও ব্যর্থকাম ব্রহ্মা শ্রীলক্ষ্মী হইতেও ব্রজগোপীর শ্রেষ্ঠত্ব ভৃগুকে বলিয়াছেন (সং ভাঃ ভক্তামৃত)। শ্রীব্রহ্মা-শ্রীউদ্ধবাদি-বাঞ্ছিত, কিন্তু অলব্ধ আনন্দ-চিন্ময় রস গোপীপ্রেমই কামরূপে প্রসিদ্ধ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৮৫)। শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীলোকাচার্য্যপাদ শ্রীবচনভূষণে বলেন,—দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মুক্তিপদযোগ্য ব্রহ্মা হরির নাভিপদ্মে থাকিয়াও শ্রীপাদপদ্মদর্শনে বঞ্চিত ; কিন্তু গোপী নিত্যকৃষ্ণপ্রাপ্তবতী। 'ব্রহ্মা হীনো গোপিকা প্রাপ্তবতী' (২৪৯ সূত্র)। নিবৃত্তিমার্গগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য যমুনাস্তবে 'রাধিকাধবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে রতিম্' প্রার্থনা করিয়াছেন (শ্রীকৃষ্ণ সঃ ১৭৭) ।[২]

অদ্বৈতসিদ্ধিকার শ্রীমধুসূদনসরস্বতী ও ভক্তিরস

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে অদ্বৈতসিদ্ধিকার ভক্তিরসায়নে ভগবদ্ভক্তির রসত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কামাদিতাপকের দ্বারা দ্রবীভূত মনে প্রবিষ্টা যে স্থিরা গোবিন্দাকারতা তাহা ভক্তি (২।১)। উহা জীবের মনোবৃত্তিবিশেষ (১।৩)। রসের প্রতীতি নির্বিকল্পসুখাত্মিকা (৩।২২)। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) যাহা কৃষ্ণ-বশকারিণী সেই কৃষ্ণানন্দদায়িনী স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ভগবানেই অবস্থিত, জীবে

২। শ্রীসনাতন বৃঃ তোষণীতে (১০।১২।১) ; শ্রীজীব বিশেষভাবে শ্রীভক্তি (৩২০), প্রীতি (১০২-১১০) ও শ্রীকৃষ্ণ-(১৭৭) সন্দর্ভে, সং তোষণীতে (১০।১২।১, ১০।২৯।৯-১১, ১০ ৮৭।২৩), শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনে (৮৩) ; শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তিপাদ মঞ্জুষায় (৭। ।৩০, ১১।১২।৮); শ্রীকর্ণপূর দশমটীকায় (২৯ অঃ), চম্পূতে (১।৯৭ ৯৯; ১৮।৯৭) নাটকে (৮ম ও ১০ম অঃ) ; শ্রীবলদেবগুরু শ্রীরাধাদামোদর বেদান্ত-স্যমন্তকে (২।৬; ২১) ; শ্রীবিশ্বনাথ সাঃ দর্শিনীতে (৭।১।২৬, ১০।২৯।১১ ইত্যাদি) নিরবদ্যসংযুক্ (১০।৩২।২২) ব্রজগোপীর রসধারণায় শ্রীবোপদেব-শ্রীমধ্বাদির অবদ্য (নাটক ৮।১) মতবিশেষ চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

নহে (সর্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব ন তু জীবেষু—শ্রীধর)। অতএব সেই হ্লাদিনীরই কোন সর্বাতিশায়িনী বৃত্তি ভগবানের দ্বারা ভক্তবৃন্দে নিয়ত নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ভগবদ্ভক্তি বা 'প্রীতি' নাম ধারণ করেন—(প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫)। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্যাষ্টকে (৩।৩)—"ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে! তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ।

শ্রীমধুসূদনের মতবিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, তাঁহার মতে ব্রজগোপীর 'কামজা রতি' সোপাধি ও মিশ্রা—(ভক্তিরসায়ন ২।৬৬-৭৪)। লৌকিক কান্তাদিবিষয়ক শৃঙ্গারাদি রসেরও পরমানন্দরূপতা আছে (ন লৌকিকরসস্থাপি পরমানন্দ-রূপতানুপপত্তিঃ—ঐ ১।১৩ টীকা)। ভক্তিরসের আনন্দের সহিত লৌকিকরসের আনন্দের কেবল পরিমাণগত পার্থক্য (২।৭৭-৬৮)। ইহাও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত।

শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবের ভক্তির রসতা-প্রদর্শন

শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২।৫।২৯) বলিয়াছেন,—ভগবদ্‌রত্যাখ্যভাব হ্লাদিনী মহাশক্তির বিলাস-স্বরূপ এবং অবিচিন্ত্যস্বরূপ-বিশিষ্ট। শাস্ত্রানুসারে অনুভবের দ্বারাই এই ভাব বোধগম্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের "এবংব্রতঃ" (১১।২।৪০) ও "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া" (১১।৩।৩২) ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণরতির রসে পরিণতির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সমুদ্র যেরূপ নিজের জলের দ্বারা মেঘসমূহকে পরিপূর্ণ করিয়া আবার সেই মেঘসমূহের বৃষ্টিজাত জলরাশিদ্বারা জলসমূহের আশ্রয় হয়, তদ্রূপ মনোহরা কৃষ্ণরতি ভগবৎস্বরূপকে বিভাবাদিরূপে প্রকট করাইয়া ঐরূপ বিভাবাদিদ্বারা নিজেকেই সমৃদ্ধ করে।

রসত্বপ্রাপ্তির সামগ্রী তিন প্রকার—(১) স্বরূপযোগ্যতা, (২) পরিকর-যোগ্যতা ও (৩) পুরুষযোগ্যতা। [১] ভগবৎপ্রীতিতে স্থায়ীভাবত্ব এবং অশেষ সুখ-তরঙ্গের সিন্ধুস্বরূপ ব্রহ্মসুখাধিক্যতমত্ব থাকায় পরিপূর্ণ স্বরূপযোগ্যতা আছে। [২] প্রীতিকারণাদি পরিকর সকলই স্বভাবতঃই অলৌকিক অদ্ভুতরূপ। [৩] শ্রীপ্রহ্লাদাদি মহাভাগবতগণের প্রবল প্রীতিবাসনা পুরুষযোগ্যতার আদর্শ। লৌকিক রসে প্রাকৃত সত্ত্বই হেতু, আর ভক্তিরসে বিশুদ্ধসত্ত্বই (ভাঃ ৪।৩।২০)

হেতু। প্রাকৃত সত্ত্ব যাহার হেতু, সেই লৌকিক রসই যখন ব্রহ্মাস্বাদতুল্য, তখন অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব যাহার হেতু সেই ভক্তিরস যে ব্রহ্মাস্বাদাতিশায়ী তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৯।১০, ৩।৫।৪৮ ইত্যাদি শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে। লৌকিক দেবতা-বিষয়া রতিই রসসামগ্রীর অভাবহেতু রসতালাভ করে না। (শ্রীজীবপাদ প্রীতিসন্দর্ভে ১১০)।

তামিল আলোয়ারগণ ও উন্নতোজ্জ্বলরস

তামিল আলোয়ারগণ হইতে ব্রজগোপীর উজ্জ্বলরসোপাসনার কথা সর্বপ্রথমে প্রচারিত হয়, ইহা একটি প্রবাদ মাত্র। বস্তুতঃ আলোয়ারগণের নায়ক বৈকুণ্ঠাধীশ শ্রীনারায়ণ, শ্রীবরাহ, শ্রীবামন, শ্রীপয়োব্ধিশায়ী, শ্রীশেষশায়ী বিষ্ণু, শ্রীরাম, শ্রীবাসুদেবকৃষ্ণ ও বিষ্ণুর অর্চাবতারগণ। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৈকুণ্ঠাধীশ চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণের বিভবাবতার এবং শ্রীরাধা শ্রীনারায়ণ-মহিষী শ্রীনীলাদেবীর অবতার মধ্যে গণিত। শ্রীকৃষ্ণ নীলাদেবীকে লাভ করিবার জন্য সপ্ত বৃষভকে দমন করেন, ইহা শ্রীনম্মা আলোয়ারের গাথায় (৩।৫।৪) দৃষ্ট হয়। উক্ত বৃষভ-দমনলীলাটি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫৮।৪৩-৪৭) দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নাগ্নজিতী শ্রীসত্যার পাণিহণের বীর্যশুল্করূপেই বর্ণিত।

শ্রীপাদ নম্মা আলোয়ার (শ্রীপাদ শঠকোপ) বৈকুণ্ঠ-সেনা-নায়ক বিষ্বক্‌সেনের অবতার এবং তিনি বলিয়াছেন,—"নিত্যসূরিগণের প্রাপ্যভূমি শ্রীশৈলই তাঁহার প্রাপ্যভূমি (ঐ ২।১০।৭-১০)। তিনি সারূপ্য-সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন (ঐ ২।৩।১০) এবং বলিয়াছেন, "আমার স্বামী দীর্ঘ চতুর্ভুজধারী" (ঐ ২।৫।৮)। "অহং অক্রমেণ সংশ্লিষ্টা"—আমি ক্রমলঙ্ঘন করিয়া নায়কের সহিত মিলিত, শ্রীপাদ বৈকুণ্ঠসূরির এই উক্তিতেও পরকীয়ভাবের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। "ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।" শ্রীব্রজগোপীর আনুগত্য ব্যতীত স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীরও রাসে অধিকার লাভ হয় নাই (ভাঃ ১০।৪৭।৬০)। ক্রমমুক্তির বিপরীত অক্রম-সংশ্লেষ সদ্যোমুক্তি অর্থে 'অক্রম' শব্দের প্রয়োগ হয়।

শ্রীঅণ্ডাল আলোয়ার (শ্রীগোদাদেবী) কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীব্রত, যাহা তাঁহার

'তিরুপ্পাবৈ' গাথার বিষয়, তাহাতেও দেখা যায় তিনি স্বগ্রামস্থ কুমারীগণকে একত্রিত করিয়া বটপত্রশায়ী শ্রীঅর্চাবতারের নিকট সদলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত অর্চার শ্রীমন্দিরকে নন্দালয় এবং নিজদিগকে ব্রজকুমারী ভাবনা করিয়া দ্বারপাল, নন্দমহারাজ, যশোমতী, শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধাকে জাগাইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ প্রার্থনা করিয়াছেন (পরস্পরং ভোগ্যভূতা ভবামঃ কিল)। তাঁহারা নন্দালয়ে গমনকালে অন্তঃপুরস্থা সখীকে বলিতেছেন,—"শঙ্খেন চক্রং ধরদ্ বিশালভুজং পঙ্কজনেত্রং গাতুং শয্যাতঃ উত্থাপনায় গাতুং" ইত্যাদি, আমরা শঙ্খের সহিত চক্রধারী বিশাল-ভুজ কমললোচনের গান করিতে—তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইবার গাথা কীর্তন করিবার জন্য যাইতেছি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে (২২।২১৮), শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকরে (১।১৩৮), শ্রীরূপের শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে (নায়িকা ৭১) কথিত নিঃশব্দে, অতি সংগোপনে, একাকিনী অথবা একটিমাত্র স্নেহশীলা সখীর সহিত কান্তের সঙ্কেতস্থানে কান্তার গমনরূপ 'অভিসারের' লক্ষণ, অথবা শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতাদি রসশাস্ত্রোক্ত কুঞ্জভঙ্গের লক্ষণ কিংবা কন্যকাপরকীয়ার কোন ভাবের কোন লক্ষণই শ্রীগোদাদেবীর উক্ত আদর্শে নাই। এই স্থানে শঙ্খচক্রধারী ঐশ্বর্যমূর্তি দেবলীল ভগবানই নায়ক। কিন্তু ব্রজকুমারীগণের কাম্য একমাত্র নন্দগোপসুত। তিনি 'ভগবান্' নহেন। তাঁহারা সৈকতী প্রতিমায় অতি গোপনে বনের অভ্যন্তরে দেবতান্তরের পূজা করিয়াছেন। সয্থ শ্রীগোদাদেবীর ব্রতানুষ্ঠানের বিষয় এবং ব্রত সমাপনান্তে শাস্ত্রবিধিসম্মত বিবাহাদির বিষয় সকলেই জানিতেন, কিন্তু ব্রজকুমারিগণের আদর্শ সম্পূর্ণ তদ্‌বিপরীত।

বিশেষতঃ—"গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। গোপী রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন॥ শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা। বৃহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে

কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥" (চৈঃ চঃ ২।৯।১৩৩-১৩৬)—শ্রীরঙ্গম্‌বাসী আলোয়ার-সম্প্রদায়ের শ্রীবেঙ্কট ভট্টের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই উক্তি এইস্থানে স্মরণীয়। অতএব শ্রীগোদাদেবীর ভাব শ্রীবৈকুণ্ঠেরই ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভাব-বিশেষ। তিনি শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী নীলাদেবীর অবতার বলিয়াই তৎসম্প্রদায়ে পূজিতা।

শ্রীপাদ পরকালসূরির নায়িকাভাবে যে 'মডল-গ্রহণ' ব্যাপার (প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে বিবাহিত পত্নীকে স্বামী ত্যাগ করিলে দুর্ধর্ষা স্ত্রী মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিচিত্র বসন-ভূষণাদিতে ভূষিতা হইয়া রাজপথে দণ্ডায়মানা হইয়া সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক স্বামীকে লজ্জা দিয়া পুনর্গ্রহণে বাধ্য করিত) তাহাও সম্ভোগ-কামিনী স্বকীয়া-পত্নীবিষয়ক এবং সমর্থা-রতিবিশিষ্টা নায়িকার সম্পূর্ণ ভাববিরুদ্ধ।

শ্রীবৈকুণ্ঠেশ শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গধনুর অংশাবতার পরকাল স্বামীর গাথায় নায়ক কৃষ্ণের আবাস-স্থান—বদরিকা (পেরিয় তিরুমড়ল্ ১।৩।১-৯)—ব্রজভূমি নহে। শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৫৮-৫৯) বলেন,—

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ-হৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥

শ্রীজীব—"উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকা-নাথোঽপি"।

নানাবতারের একান্তী (দাস্যাদিপ্রেমৈকমাধুর্য্যাস্বাদক) ভক্তগণের মধ্যেও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দ্বারা অপহৃতচিত্ত প্রেমিকগণই শ্রেষ্ঠ। কারণ পরব্যোমাধীশ শ্রীনারায়ণ, এমন কি শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের মন হরণ করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসের (মাধুর্য্যের) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ। রসের স্বভাববশতঃই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়।

শ্রীচৈতন্য নয়ত্রিপদীশ্রীরঙ্গমাদি আলোয়ারগণের লীলাস্থানসমূহে ভ্রমণ এবং

দীর্ঘকাল (চাতুর্মাস্যব্যাপী) অবস্থানকালে দিব্যগাথাসমূহে ব্রজগোপীভাবের আনুগত্য বা আদর্শ দেখিতে পাইলে শ্রীরঙ্গমে শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিকট আলোয়ার-সম্প্রদায়ের রসসিদ্ধান্তের অপূর্ণতা শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণ (১০।১৬।৩৬, ১০।৪৭।৬০) দ্বারা প্রদর্শন করিতেন না। যদি শ্রীচৈতন্য ব্রজগোপীর ভাবের অনুকূল কোন গাথাদি আলোয়ারগণের লীলাভূমিতে প্রাপ্ত হইতেন, তবে দক্ষিণ দেশ হইতে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি পুঁথি বা অন্যান্য কবিকৃত ব্রজভাবোদ্দীপক শ্লোকাদি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন তদ্রূপ আলোয়ারগণেরও দিব্যগাথা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তামিল দিব্যগীতিসমূহের তাৎপর্যাদি শ্রীমদ্‌বেদান্ত-দেশিক-(১২৬৮-১৩৬৯ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎ-তাৎপর্যরত্নাবলী' (সংস্কৃত পদ্যাবলী), দ্বিতীয় সৌম্যজামাতৃমুনি বা শ্রীবরবরমুনি-(১৩৭০-১৪৪৩ খ্রীঃ) কৃত 'দ্রবিড়োপনিষৎসঙ্গতি' (সংস্কৃতপদ্যাবলী) প্রভৃতিতে সংস্কৃত ভাষায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালের পূর্ব হইতেই বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত ছিল। উক্ত আচার্যগণের বিভিন্ন ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাক্যাবলী গোস্বামিগণ স্ব স্ব গ্রন্থে আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু রসপ্রস্থানের মধ্যে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

শ্রীপাদ কুলশেখর আলোয়ারের "জয়তি জয়তি দেব দেবকীনন্দনোঽসৌ" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভু রথাগ্রে দ্বারকালীল শ্রীজগন্নাথের স্তব করিয়াছেন, উন্নতোজ্জ্বল রসের কোন কথা আলোয়ারগণের কোন পদে নাই বলিয়াই মহাপ্রভু লৌকিক কবির "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকটি ব্রজভাবের উদ্দীপনালম্বনরূপে গান করিতেন। শ্রীকুলশেখরের "দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো" (শ্রীমুকুন্দমালা ৬) শ্লোকটিকে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে দাস্যভাবের স্থায়ীভাব প্রীতির উদাহরণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে উজ্জ্বলরসের বিষয় বর্ণনকালে শ্রীকুলশেখরাদি আলোয়ারের একটি শ্লোকও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অথচ হালসাতবাহন, শিঙ্গভূপাল, বিষ্ণুগুপ্ত, উমাপতিধরাদি তথা শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেবাদি বহু লৌকিক ও অলৌকিক রসবিদ্‌গণের বহু শ্লোক উজ্জ্বল রসের বিভিন্ন প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীরূপপাদ তাঁহার পদ্যাবলীতে শ্রীকুলশেখর আলোয়ারের একাধিক পদ্য এবং শ্রীরামানুজাচার্যপাদের (?) একটি শ্লোক যথাক্রমে শ্রীভগবন্নাম-সামান্য-সঙ্কীর্তনে (শ্রীগোপীজনবল্লভের নহে) ও দাস্য-ভক্তি প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীযামুনাচার্যপাদের স্তোত্ররত্নের শ্লোকাবলীও গোস্বামিপাদগণ সাধারণ ভক্তি-প্রকরণে উদ্ধার করিয়াছেন, রসসিদ্ধান্ত-মধ্যে নহে।

এস্থানে আর একটি বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য। লৌকিক রসবিদ্‌গণের যে সকল শ্লোকাদি শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্তন বা গোস্বামিবর্গ গ্রন্থে আহরণ করিয়াছেন, তাহা কেবল উদ্দীপনালম্বনাংশেই গৃহীত হইয়াছে, ভজন বা সেব্যাংশে নহে; যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধারণ বন, নদী, পর্বত, মেঘাদি প্রাকৃত বস্তু দেখিলেও অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, যমুনা, গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণরূপাদির উদ্দীপন হইত, বস্তুতঃ তত্তৎ প্রাকৃতবস্তু অপ্রাকৃত পর্যায়ে গৃহীত হয় নাই। শ্রীরূপপাদ বা শ্রীকবিকর্ণপূরাদি শ্রীগৌরপার্ষদ-গণও যে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, রসার্ণবসুধাকরাদির প্রক্রিয়া, পরিভাষা, ভাষাদির কোথাও গ্রহণ, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জনাদি করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য নাট্যশাস্ত্রভাষ্যকার অভিনবগুপ্তের ভাষায় (৬।৩৪) এইরূপ বলা যায়—"পূর্ব-প্রতিষ্ঠাপিত-যোজনাসু মূল-প্রতিষ্ঠা-ফলম্ আমনন্তি"—পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ যোজন-সংযোজনাদিতে মূলের প্রতিষ্ঠাফলই সর্বতোভাবে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ লোকবোধ-সৌকর্যার্থ এবং সপার্ষদ স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক স্ববিভূতির মর্যাদা সংস্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের গোপীপ্রেমের বিচার

সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলোপাসনার কথা তাঁহার দশশ্লোকীতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য তৎকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় (১।৫) শ্রীরাধিকাকে দ্বারকার কৃষ্ণমহিষী শ্রীরুক্মিনী শ্রীসত্যভামার সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য। দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজের মধ্যে তারতম্য নাই। তৎপরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীগিরিধরপ্রপন্নজীও 'লঘুমঞ্জুষা' ভাষ্যে উক্ত সিদ্ধান্তই

দৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজীর শ্রীগীতা-তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকায়ও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় নররূপের অধীনই যে বিশ্বরূপ এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই সিদ্ধান্তে ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন মাধুর্য্যের কথা নাই।

শ্রীকেশবকাশ্মীরিশিষ্য শ্রীশ্রীভট্টে শ্রীরূপপাদের সিদ্ধান্তের প্রভাব ও অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীভট্টজী-লিখিত হিন্দী যুগলশতকে সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের হিন্দোল-লীলাদির পদ দ্রষ্টব্য। শ্রীভট্টের শিষ্য শ্রীহরিব্যাস আরও অগ্রসর হইয়া শ্রীরূপের কেবল ভাব নহে, ভাষা-কারিকা প্রভৃতি (সং ভাঃ শ্রীকৃষ্ণামৃত ১২ সংখ্যার সহিত তুলনীয়) অনুকরণে তৎকৃত সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলিতে দশ-শ্লোকীর ৪র্থ শ্লোকাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীহরি-ব্যাসের "মহাবাণী অষ্ট-কাল-সেবাসুখে" অষ্টকাল-সেবাপদ্ধতি শ্রীরূপের সম্পূর্ণ অনুকরণে রচিত হইয়াছে। শ্রীহরিব্যাস সিদ্ধান্তরত্নাবলীর টীকায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে তৎসম্প্রদায়ে চিরপ্রসিদ্ধ শ্রীসুদর্শনচক্রের অবতারের পরিবর্ত্তে শ্রীরঙ্গদেবী সখীর অবতার এবং শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সখীভাবের উপাসক—এই অভিনব মত প্রথম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কা-চার্য্যপাদ স্বয়ং বেদান্তপারিজাতসৌরভে (১।১।১) রমাকান্ত পুরুষোত্তমকেই কিন্তু পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ—দেবলীল।

স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধা—যাহা শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে সমুজ্জ্বলিত, তাহা শ্রীনিম্বার্ক বা তৎসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের টীকাচার্য্য শ্রীশুকদেবের সিদ্ধান্তপ্রদীপে (ভাঃ ১০।২৯।৪৮) শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রেমব্যবহারে সাধারণ ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্য-গর্ব এবং শ্রীরাধার মানকে শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্বাদি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তেরই ন্যায় এক কক্ষায় স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা শ্রীজয়দেবের (গীতগোবিন্দ ৩।১-২) মূল সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। "অনয়া রাধিতো নূনং" (ভাঃ ১০।৩০।২৮) শ্লোকে[৩] শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ সকলেই অপূর্ব ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে শ্রীরাধার নাম,

৩। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বা দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার নাম কেন, সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীরাধাময়। 'তস্যেদম্' (পাঃ ৪।৩।১২০) পাণিনীয় সূত্রানুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব-শ্রেষ্ঠ-কলত্ররূপ শ্রীরাধাই 'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দের বাচ্য। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বাল্যলীলা-কালে "ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন" (চৈঃ ভাঃ ১।৪।৫৫)।

চরমোৎকর্ষ এবং স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার সেবারস-সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপমতে শ্রীরাধার দাসীর প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ ব্যবহার এবং কার্য্যতঃ স্বেশ্বরীকে বঞ্চিত করিয়া দাসীরই তাহা সম্ভোগ বা আত্মসাৎ করিবার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় তাহা শ্রীরূপপাদ-প্রদর্শিত মঞ্জরীর ভাব ও আদর্শ হইতে বহু নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে। "একা ভ্রুকুটিমাবধ্য" (ভাঃ ১০।৩২।৬) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতে 'মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থমানকৌটিল্যবতী'র কথা বলা হইয়াছে, শ্রীগীতগোবিন্দে সেই শ্রীরাধারই বর্ণন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তপ্রদীপে বা শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে যে শ্রীরাধা তাহা শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত। (পুরুষোত্তমাচার্য্যকৃত বেদান্তরত্নমঞ্জুষা ১।৫)।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের রসসিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পরিকরবৃন্দের কৃপালাভ করিবার পূর্বে বালগোপালমন্ত্রোপাসক শ্রীবল্লভাচার্য্যের স্থবোধিনী টীকা ও যে যে ভক্তিরস-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে শ্রীরাধার পারতম্য বিচার নাই। "অনয়া-রাধিতো নূনং" শ্লোকের টীকায়ও শ্রীরাধার নামগন্ধের উল্লেখ নাই। এমন কি, পূর্বোক্ত (১০।৩২।৬) শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ যে স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষব্যঞ্জক প্রণয়রস আস্বাদন করিয়াছেন, সুবোধিনী টীকায় সেই গোপীকে তামসী ও তাঁহার প্রণয়ব্যবহারকে তমোভাবোত্থ বলা হইয়াছে —"তামসী তমসা ভ্রূকুটিমাবধ্য কটাক্ষৈপৈঃ ঘ্নন্তীব ঐক্ষত" (সুবোধিনী)। শ্রীবল্লভাচার্য্য সুবোধিনীর দশম তামসফল-প্রকরণে (১০।২৯ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত দুঃখ ও সংযোগজাত সুখের দ্বারা প্রারব্ধ পাপের ও পুণ্যের বিনাশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে (১০।২৯।১০-১১) খণ্ডন করিয়াছেন।

সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিবার পর শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে 'শ্রীরাধিকারমণ' (শ্রীকৃষ্ণাষ্টক ২য় শ্লোক), 'রাধাবরপ্রিয়' (ঐ ৬ষ্ঠ শ্লোক), 'শ্রীরাধিকাবল্লভ' (ঐ ৯ম শ্লোক) ইত্যাদি নামে বন্দনা করিয়াছেন। তাঁহার

দ্বিতীয়পুত্র পরমভাগবত শ্রীপাদ বিট্‌ঠলাচার্য্যও শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীস্বামিন্যষ্টকম্, শ্রীরাধাপ্রার্থনাচতুঃশ্লোকী প্রভৃতি স্তবে শ্রীরাধিকাকে নিজেশ্বরী ও শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাবশীভূত নায়করূপে বর্ণন এবং শ্রীচৈতন্যকৃত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতে'র টীকা, শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা ও শৃঙ্গার-রসমণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীজয়দেব

লৌকিক বিচারকগণ অনুমান করেন, শ্রীজয়দেব হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ব্রজরসোপাসনার সন্ধান পাইয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং প্রেমকল্পতরু হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বয়ংই একাধারে প্রেমফলের মালাকার, দাতা ভোক্তা আর শ্রীজয়দেবাদি সেই আকর প্রেমামরতরুর রসপিপাসু বা কৃপাকণাপ্রার্থী কিংবা কৃপাসিদ্ধ একতম মহাজন। শ্রীজয়দেবকে কবিগুরু বলিলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই গুরুকুলের স্রষ্টা—কবিসমষ্টিগুরু। শ্রীগৌরাঙ্গ এক অদ্বিতীয় লীলাপুরুষোত্তম, আর শ্রীজয়দেবাদির ন্যায় মহাকবি দুর্লভ হইলেও তাঁহাদের সমকক্ষ আরও হইতে পারেন। অক্ষয় শ্রীচৈতন্য-লীলা-সরোবর হইতে শত শত ধারে প্রবাহিত কৃষ্ণলীলাসার গান করিবার জন্য শত শত জয়দেব-বিল্বমঙ্গল বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে।

শ্রীব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধাপ্রাণপ্রেষ্ঠা শ্রীশ্রীললিতা-বিশাখা-তুঙ্গবিদ্যা-রূপমঞ্জরী-রসমঞ্জরী (শ্রীস্বরূপ-রামরায়-প্রবোধানন্দ-রূপ-রঘুনাথ) প্রমুখ ভক্তিরসিক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যে রহঃলীলাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশের অধিকারিণী, শ্রীজয়দেব-শ্রীবিল্বমঙ্গল-শ্রীবিদ্যাপতি-শ্রীচণ্ডীদাসাদি কৃপাসিদ্ধ রসিকগণ সিদ্ধস্বরূপেও তাহাতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়েন না। শ্রীজয়দেবাদির পদাবলীতে একান্ত স্বসুখবাসনা-গন্ধরহিতা মঞ্জরীর ভাবের কথা সুব্যক্ত হয় নাই, যেরূপ শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের গাথায় দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কেহই শ্রীজয়দেবাদির আনুগত্যে ভজন করেন না, তাঁহারা শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের আনুগত্যেই সাধক ও সিদ্ধ উভয়দেহেই ভজন করেন। শ্রীরূপরঘুনাথের কাব্যে মাদনমহাভাববতী শ্রীরাধার যেসকল ভাব-বৈচিত্রীর মৌলিক বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়, শ্রীজয়দেবাদির কাব্যে সেই পর্য্যাপ্তি

ও বৈচিত্রী দৃষ্ট হয় না। নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথ রসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনুকে সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্তরে বাহিরে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় লীলায় দর্শন এবং তাঁহার ভাববৈচিত্র্যসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষাৎ শক্তিসঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদের কাব্যে রসসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, আর শ্রীজয়দেবাদি কৃপাসিদ্ধ মহাজন মানস-মুকুরে প্রতিফলিত রসমূর্ত্তিকে কৃপাশক্তিপ্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির রসসিদ্ধান্ত ও শ্রীরূপ-পাদ

শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে পরকীয়াভাবের রসোল্লাসের কথা পাওয়া গেলেও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে (নায়িকা প্র ৩) ও শ্রীনাটকচন্দ্রিকায় (১০) শ্রীরূপ যে ভাবে একান্ত অপ্রাকৃত গোকুল-ললনা-নিষ্ঠ পরকীয়া-ভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন, বিদ্যাপতি-প্রভৃতির পদে তাহা দুর্ল্ভ। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরূপ-পাদের লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রে বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে পরকীয়া-নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যে সূর্য্যপূজাদি মধ্যাহ্নলীলার অবতারণা আছে, তাহা প্রকৃত বিদ্যাপতির কোনও পদে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ শ্রীরূপের প্রদর্শিত মণিমঞ্জরীর আদর্শ শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদির পদে দুর্ল্ভ। চতুর্থতঃ শ্রীরূপানুগ মহাজনগণ যেরূপ তাঁহাদের রাগানুগ ভজনের অঙ্গস্বরূপ করিয়া রাগমার্গীয় গুরুপাদপদ্ম-প্রদর্শিত সিদ্ধদেহানুসারী সর্ব্ব-স্বসুখ-বাসনাগন্ধবিবর্জ্জিতা মঞ্জরীরূপে সখীর অনুগা হইয়া পরমসাধ্য কুঞ্জসেবাপর গীতিকাব্যের অব্যভিচারিণী সেবা করিয়াছেন, তাহাও অন্যত্র সুদুর্ল্ভ। যূথেশ্বরীর উপভোগের অনুমোদনাত্মক ভাবও (যাহা উপভোগবাসনাহীন সখীমঞ্জরীগণের ভাব) যে কান্তভাব, ইহা শ্রীচৈতন্যচরণানুচর শ্রীরূপগোস্বামিপাদ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯৮) এবং তদনুগ-সম্প্রদায় (শ্রীজীব শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে ৩৬৫-৩৬৯) ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের রসবিদ্ই প্রতিপাদন করেন নাই। শ্রীরূপের সদোপাস্য শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরহরি পর্য্যন্ত স্বলীলায় মঞ্জরীভাব প্রকট করিয়াছেন এবং তাঁহার অঙ্গস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাদি, এমন কি তাঁহার সমস্ত লীলাপরিকরে এবং সেই লীলায় আবির্ভূত অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের ও অন্যান্য

রসের যেসকল ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে সেই মঞ্জরীভাব সঞ্চার করিবেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক—উপসংহার দ্রষ্টব্য) * তাই শ্রীনারদাবতার শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীহনুমদাবতার শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীরামভক্ত শ্রীঅনুপম, শ্রীনৃসিংহভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দাদি শ্রীগৌরপরিকরগণ ব্যূহান্তরে মঞ্জরীদেহ লাভ করেন। (চৈঃ ভাঃ ২।২।৩৩৩-৩৩৪, চৈঃ চঃ ১।১৭।২৩৩-২৪০, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ৮।৫৬-৬৩; চৈঃ চঃ ২।১।১৫৫-১৬০; চৈঃ ভাঃ ১।১।১৪৫, ২।১০।১১; শ্রীপদকল্পতরু ৭৫১,৮৪৫ সাঃ পঃ সং ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। তাই শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সিদ্ধাম্নায়সমূহে সর্বত্র শ্রীকিশোরগোপালমন্ত্রেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

অখণ্ড লীলাসূত্রে গ্রথিত পূর্বোত্তর রসিকসম্প্রদায়

শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যপূর্ব-মহাজন এবং শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ শ্রীচৈতন্যোত্তর মহাজনগণ অখণ্ড শ্রীগৌর-লীলাসূত্রে গ্রথিত। কারণ নিত্য শ্রীগৌর-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি উপাসনাকালে শ্রীগৌর কর্ত্তৃক শ্রীবিল্বমঙ্গলাদির পদাস্বাদন-লীলাটি যেরূপ শ্রীগৌরলীলোপাসকগণের নিত্য আস্বাদ্য, তদ্রূপ পরবর্ত্তী মহাজনগণেরও বর্ণিত লীলানুসারেই তাহা সেব্য হয়। শ্রীবিল্বমঙ্গলাদিও শ্রীগৌরলীলাশক্তিপ্রণোদিত হইয়াই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে লীলাশুকরূপে কৃষ্ণকর্ণামৃত গান করিয়াছেন। নতুবা "কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি"—("কৃষ্ণ বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে")—এই শ্রীবিল্বমঙ্গলবাক্যটি (সং ভাঃ ১।৩০৩) নিরর্থক হয়।

শ্রীবিল্বমঙ্গল-শ্রীজয়দেব-শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসপ্রমুখ শ্রীচৈতন্যপূর্ব মহাজনগণ পূর্বকল্পের শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা লীলাশক্তির ইচ্ছায় বর্ত্তমান কল্পে স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগৌরের সহৃদয় অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরহরির ভাবানুকূল গীতি গান করিয়া মহাপ্রভুর ভক্তিফলোত্থান রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীবিল্বমঙ্গলাদির

* ও শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ৩২-৩৩ দ্রষ্টব্য।

রসভাবনা শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় মূর্ত্ত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং মহাপ্রভুই তাহা আবিষ্কার ও সমগ্রভাবে আস্বাদন করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে (পাতালখণ্ড, ৩৭ অধ্যায়ে) এবং শ্রীরামায়ণে (বালকাণ্ডে ১ম-৩য় সর্গে) দৃষ্ট হয় শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই ত্রিকালজ্ঞ শ্রীনারদ হইতে পূর্বকল্পের শ্রীরামলীলা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাল্মীকির শ্রীরামায়ণ রচনার প্রবৃত্তি এবং তদনুকূলে ক্রৌঞ্চমিথুনের ঘটনাপরম্পরা, ব্রহ্মার আদেশ প্রভৃতি এবং শ্রীবাল্মীকি-কর্তৃক যোগবলে অতীত ও ভবিষ্যৎ শ্রীরামলীলাপূর্ণ শ্রীরামায়ণ-গীতির আবির্ভাব হয়। রাম না জন্মিতে যেরূপ রামায়ণ গান লীলাশক্তির প্রেরণায় পূর্বকল্পের লীলাস্মরণে শ্রীবাল্মীকির দ্বারা সম্ভব হয়, তদ্রূপ গৌর না হইতেও বিল্বমঙ্গল, জয়দেবাদির দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্রিকা-গান লীলাশক্তির প্রেরণায়ই হয়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে "ভূতো বা ভবিতাপি বা" (২৮ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন,—এই ভূমণ্ডলে শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর সহিত যে কোন প্রকার সম্বন্ধ পূর্বে কাহারও হইয়াছে, পরে হইবে বা বর্ত্তমানে হইতেছে, তৎসমস্তই নিজ ভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্যের (ঔদার্য্যের) সহিত ক্রীড়নশীল শ্রীগৌরের কারুণ্যপ্রকটিত, তৎকৃপোদ্ভাসিত বলিয়া নির্মৎসর ব্যক্তিগণ অনুভব করিতেছেন। ঔদার্য্যবিগ্রহ ত্রিকালসত্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের ত্রিকালব্যাপিনী অচিন্ত্যকৃপা শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাসাদি পূর্বরসপিপাসুতে এবং শ্রীচৈতন্যলীলার গুরুবর্গ শ্রীমাধবেন্দ্র-শ্রীঈশ্বরপুরীপ্রমুখ আচার্য্যগণে, শ্রীস্বরূপ-রামরায়-শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি অনুগত পরিকরবর্গে এবং পরবর্ত্তিকালীয় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-শ্রীল নরোত্তমাদি রসিকগণে সঞ্চারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা সকলেই অখণ্ড গৌরলীলার অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত।

শ্রীরামরায়ের রসসিদ্ধান্তের মূলে শ্রীগৌর

শ্রীচৈতন্যই শ্রীরামরায়ের মুখে গোদাবরী তীরে রসতত্ত্বের বক্তা "তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ" (চৈঃ চঃ ২।৮।১২১, ২৬২-২৬৪)। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধ্যশিরোমণি পরম নিগূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা-রহস্য-প্রণালী উদ্ঘাটন-কল্পেই

শ্রীরামরায়ের সহিত সংলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং উপাস্যই সেই কুঞ্জসেবার রহস্য স্বয়ং প্রকাশ করিলে "সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।" ইত্যাদি মূল সাধনরীতির বিপর্যয় হয়। এই জন্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু স্বয়ং বক্তা না হইয়া শ্রীরামরায়কে বক্তা করিয়া সেই রহস্য প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ সেই রহস্যের মূল নিদান স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুই।[৪]

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভেই শ্রীমন্মহাপ্রভু "পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়"—এই উক্তির দ্বারা প্রতিক্ষেত্রেই রায়কে শাস্ত্রীয় শ্লোক-প্রমাণ উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন এবং শ্রীরামরায়ও ক্রমসোপানসমূহের প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদ্গত চরম সাধ্য-নির্ণায়ক কোন শ্লোক বা প্রমাণ পূর্বপ্রদর্শিত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, শ্রীব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি মুনিকৃত শাস্ত্রে; শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দাদি মহাজন-কৃত মহাকাব্যে; শ্রীচণ্ডীদাস শ্রীবিদ্যাপতি প্রমুখ রসিকগণের পদাবলীর মধ্যে বা কোনশাস্ত্রের কোথায়ও না পাইয়া পূর্বেই বিভিন্ন সাধন ও সাধ্যের স্তরনির্ণায়ক প্রমাণমধ্যে তত্তৎশাস্ত্রের ও মহাজনের যাবতীয় প্রমাণ নিঃশেষ করিয়া দিয়া অবশেষে ব্রজলীলার শ্রীরাধাপ্রাণপ্রেষ্ঠা সখীস্বরূপা তাঁহার (শ্রীরামরায়ের) নয়ন-সমক্ষে সেই চরমসাধ্যনির্ণায়ক প্রমাণের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে বিরাজমান শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাদ্ দর্শন করিয়া হৃদয়ে যে গীতিটির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাই রায় চরমসাধ্যের প্রমাণরূপে কীর্ত্তন করেন। ব্রজলীলার শ্রীরূপমঞ্জরীস্বরূপা শ্রীরূপও নিকুঞ্জলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই মহাভাবমাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়া উক্ত গীতির তাৎপর্য্য অধিকতর পরিব্যক্তভাবে তৎকৃত "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী" ইত্যাদি (উজ্জ্বল, স্থায়ী ১৪।১৫৫) শ্লোকে গ্রথিত করেন।

শ্রীরূপের রসপ্রস্থানের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক রসেরই এক একটি বিশেষ স্থায়ী ভাব আছে; যেরূপ, শৃঙ্গার-রসের রতি, করুণ রসের শোক ইত্যাদি স্থায়ী ভাব। ভক্তিরসের স্থায়ী

৪। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ম অঙ্কে শ্রীসার্বভৌম বাক্য; চৈঃ চঃ ২।৮।১ ইত্যাদি

ভাব হইতেছে কৃষ্ণরতি—"এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ"।—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৫)।

শ্রীরূপের রসপ্রস্থানে স্থায়িভাব যে কৃষ্ণরতি, তাহা স্বরূপশক্তিহ্লাদিনীর সার-বৃত্তি-রূপা; তাহা মনের বৃত্তি নহে বা জীবের অন্তঃকরণ-রূপ উপাধিতে হ্লাদিনীশক্তির প্রতিফলন-বিশেষ নহে। প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি অবাস্তব ও অনিত্যবস্তু, কৃষ্ণরতি বাস্তব নিত্য বস্তু বলিয়াই তাহা অপ্রাকৃত রসে পরিণত হয়। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৩) উক্ত হইয়াছে—"আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য। লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।—"যিনি উজ্জ্বল নামক প্রেমরসাত্মকতা-হেতু তদ্দ্বারা আলিঙ্গিতরূপে প্রাণিগণের চিত্তমধ্যে প্রতিফলিত হইয়াই অর্থাৎ যে সর্বমোহন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথস্বরূপ—নানা চতুর্ব্যূহস্থ প্রদ্যুম্নগণেরও মন্মথ-স্বরূপ (ক্রমসন্দর্ভ ১০।৩২।২), সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বাংশ শ্রীপ্রদ্যুম্ন হইতে স্ফুরিত যে পরমাণু, তাহারই প্রতিচ্ছায়ারূপে কিঞ্চিদ্‌ভাবে উদিত হইয়াই প্রাকৃত কামরূপে স্বচ্ছন্দে অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে নিরন্তর জয় করিতেছে; সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। যেরূপ জগতের মূল কারণ ভগবান্ হইলেও জগতের আবেশ ভগবদাবেশ নহে, পরন্তু অধঃপাতকারক, তদ্রূপ অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাকৃত কামের মূল কারণ হইলেও, প্রাকৃত কামাবেশ ভগবৎ-প্রেমাবেশ নহে, তাহা সর্বতোভাবেই দোষাবহ (শ্রীজীবের শ্রীব্রহ্মসংহিতা-টীকানুসারে)। প্রাকৃত কামে রস নাই—"প্রাকৃতে রস এব নাস্তি। প্রাকৃতে যে রসং মন্যন্তে, তে ভ্রান্তাঃ প্রাকৃতা এব।" (শ্রীসুবোধিনী, চক্রবর্ত্তিপাদ ৫।১৬)। সেই-অপ্রাকৃত **রসোৎপত্তির সাধন** সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলেন, শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণলীলাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিপ্রভাবে নিখিলদোষ নিঃশেষে নিরাকৃত হইয়া যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ববিশেষের আবির্ভাবযোগ্য এবং তদাবির্ভাবে সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভাগবতের প্রতি অনুরক্ত, অপ্রাকৃত প্রেমরসিকগণের নিত্যসঙ্গেই যাঁহাদের নিরতিশয় উল্লাস, যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীপদ-কমলের

ভক্তি-সুখ-সম্পত্তিকেই জীবাতু বলিয়া জানেন এবং প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই (ইষ্টতমদেবের নামসংকীর্ত্তনোজ্জ্বল ব্রজ-সজাতীয় সাধন [বৃঃ ভাগবতামৃত ২।৫।২১৮]) সর্বক্ষণ অনুশীলন করেন, **[রসোৎপত্তির সহায়]** সেই সকল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমানা, অথচ প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনা-দ্বয়ের দ্বারা উজ্জ্বলা (হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা) **[রসোৎপত্তির প্রকার]** আনন্দস্বরূপা রতিই (লৌকিক রসের ন্যায় সৎকবির নিবদ্ধতার অপেক্ষাযুক্ত না হইয়াই) অনুভববেদ্য শ্রীকৃষ্ণাদি-বিভাবাদির সহযোগে রসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করে। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তিরস—প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারপরাকাষ্ঠাত্মা। প্রাকৃত-কামদুষ্ট বা বিষয়াসক্ত কিংবা মুক্তিকামী নির্বেদগ্রস্ত প্রভৃতির চিত্তে সেই রসের উদয় অসম্ভব। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৫-১০; ২।৫।১৩২)। এজন্যই শ্রীরূপ-পাদ শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে সেই উন্নতোজ্জ্বলরস পরিবেষণ করিবার পূর্বেই জগজ্জীবের হৃদয়ে শ্রীশচীনন্দন-হরির আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন।

ব্রজলোকানুসারী সেবারস

শ্রীরায় রামানন্দপাদ বলেন,—"নির্বাণনিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞাশ্চূষন্তু **নাম-রসতত্ত্ববিদো** বয়ন্তু। শ্যামামৃতং মদনমন্থর-গোপরামানেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৭।১১)—অরসজ্ঞগণ নির্বাণ-নিম্বফল চুষিতে থাকুন, শ্রীনামরসতত্ত্বজ্ঞ আমরা কিন্তু অপ্রাকৃত মদনাবেশে মন্থরগতি শ্রীব্রজগোপীগণের নেত্ররূপ অঞ্জলী-দ্বারা পানকালে চ্যুত তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট শ্যামামৃত (উজ্জ্বলরস) পান করিব। নামাকৃষ্ট রসজ্ঞগণ ব্রজগোপীর আনুগত্যে যে শ্যামমধু (মধুর রস) পান করেন, তাহাই উন্নতোজ্জ্বলরসাস্বাদন বা শ্রীনামকীর্তনের সাধ্যাবধি 'সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন'। "এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তিবর্গের আনুগত্যে এবং তদ্ভাবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া মঞ্জরীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের কুঞ্জসেবা-প্রাপ্তি। তটস্থাশক্তিস্থানীয় অণুচৈতন্য জীবের পক্ষে ইহার অধিক লভ্য অপর কিছুই নাই।"—(শ্রীশ্রীভক্তিরহস্যকণিকা*)। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীও

---

* **শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু-প্রণীত।** ৩১৮ পৃঃ

জ্ঞানপ্রযুক্ত আবৃতস্নেহ, দ্বারকাদির নিত্যসিদ্ধপরিকরগণও ব্যাবৃত্ত হইয়াছেন। মীরা বাঈর সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি এই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর (?) সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে শ্রীজীবপাদ অসম্মতি প্রকাশ করেন। ইহাতে মীরা বলেন, "বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সম্ভাষণ দোষাবহ নহে, বরং গোপীভাব ব্যতীত এই স্থানে অবস্থান করা অনুচিত।" যাঁহারা শ্রীরূপের রসবিজ্ঞান এবং তাহারই উপজীব্য মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই মীরার ঐ উক্তিকে বহুমানন করিতে পারেন। বস্তুতঃ "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি"—শ্রীরূপের এই উক্তিটির মধ্যেই ইহার প্রকৃষ্ট-মীমাংসা রহিয়াছে। যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থান কালে নিত্যসিদ্ধগণও সিদ্ধমঞ্জরী দেহের কোন প্রকার কায়িকী চেষ্টা প্রকাশ করেন না। অধিক কি, স্বয়ং শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আদর্শ স্বচরিত্রে সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ স্বপার্ষদ ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলা দ্বারা মহাপ্রভু ভক্তিপথের ব্যক্তিগণকে, বিশেষতঃ বিরক্ত ভক্তসম্প্রদায়কে জানাইয়াছেন, যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থানকালে ভগবৎপার্ষদ স্থানীয় ব্যক্তিও, কোন বৈষ্ণবের আদেশেও, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা ভগবানের সাক্ষাৎ সেবার জন্যও, নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাগণভুক্ত প্রকৃতিরও (বৃদ্ধা শ্রীমাধবীমাতার ন্যায়) সম্ভাষণ করিবেন না, ইহা ভক্তিসাধক স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। সুতরাং শ্রীজীব-পাদের ঐরূপ আচরণ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপের সম্পূর্ণ অনুশাসন-গর্ভেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মীরা বাঈর উক্তি, যদি কিংবদন্তি সত্য হয়, তবে স্বতন্ত্র মত বিশেষ। তাহা প্রায়শঃ উৎপাতেই পর্য্যবসিত হয়।

"ব্রজলোকানুসারতঃ" বাক্যের 'অনুসার' শব্দে আনুগত্যময় ভাবসাজাত্যই কথিত হইয়াছে—অনুকরণ নহে। এই আনুগত্যময় ভাবসাজাত্য সংরক্ষণের জন্যই একান্ত ব্রজলোকানুসারী সম্প্রদায়ের অপরিহার্য আবশ্যকতা আছে এবং তাহাই সিদ্ধ-মন্ত্রগুরুপারম্পর্যে শ্রীরূপানুগ রসিকসম্প্রদায়।

শ্রীরূপানুগ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়

গোপালমন্ত্রের বিষয়ে শ্রীগৌতমীয়তন্ত্র (২৯ অঃ ৫শ্লোক) বলিতেছেন—

সর্বেষাং কৃষ্ণ-মন্ত্রাণাময়ং মন্ত্রঃ শিখামণিঃ।
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥

—সম্প্রদায় অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অবিচ্ছিন্ন-মন্ত্রগুরু-পরম্পরায় যাঁহারা মন্ত্রপ্রাপ্ত না হয়েন, তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগোপালমন্ত্রও নিষ্ফল হয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (৪।৩৬৩) আম্নায়াগত উপদেষ্টাকেই গ্রহণ করিবার অপরিহার্য বিধান দৃষ্ট হয়। মূলের "আম্নায়াগতং উপদেষ্টারম্" বাক্যের শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদকৃত টীকা—"আম্নায়াগতং কুলক্রমাগতং বেদবিহিতং বা" —আম্নায়াগত উপদেষ্টা বলিতে কুলক্রমাগত—বংশপরম্পরায় অবিচ্ছিন্নভাবে আগত কুলগুরু, অথবা বেদশাস্ত্রবিহিত গুরু। মুণ্ডকশ্রুতিতে (১।১।১) ভগবান্ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে আগত গুরুর কথা জানা যায়। *

শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র, চতুঃসন যথাক্রমে শ্রীনারায়ণ, শ্রীহংসবিষ্ণু, শ্রীনৃপঞ্চাস্য (শ্রীনৃসিংহ), শ্রীহংসদেব হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সম্প্রদায়প্রবর্তক হইয়াছেন।

মূলনারায়ণ, পরতত্ত্বসীমা 'আত্যহরি' শ্রীগৌরহরি তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও স্বশক্তি শ্রীগদাধরের দ্বারা মন্ত্রাচার্যের ও সম্প্রদায়-সমৃদ্ধির কার্য করাইয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দীক্ষাবিধি-প্রকরণের (২।১) মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যে "জগদ্গুরু" বলা হইয়াছে, উহার টীকায় শ্রীসনাতন বলিয়াছেন,—"সাক্ষাত্তস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবঃ" ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাক্ষাদ্ভাবে মন্ত্রগুরুরূপে উপদেষ্টৃত্ব অসম্ভব; কিন্তু সকলের অন্তর্যামিরূপে তিনি সমষ্টিগুরু এবং সর্বত্র ভগবন্নাম-সংকীর্তন-প্রধানা ভক্তির সঞ্চার করায় তিনি "জগতের গুরু"। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদের প্রায় সমসাময়িক সাধনদীপিকাকার (৯ম কক্ষায়) বলিয়াছেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভো-র্মন্ত্রসেবকঃ কোঽপি নাস্তি"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য কেহই নাই।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১৬-৮) এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।৯।৬)

* ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র (ভা ১০।২।৩১) ইত্যনুসারেণাবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়ত্বেনানাদি-সিদ্ধ-ত্বাদ অনন্তত্বাৎ। (শ্রীকৃষ্ণ, সর্বসম্বাদিনী)। শ্রীগুরুসংপ্রদায়ং শুদ্ধমবিচ্ছিন্নমনুস্থত্যৈবৈতৎ শ্রবণ-শ্রাবণাদিকং কার্য্যম্। (সারার্থ দঃ ১২।৪।৪২)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই মূল প্রেমকল্পবৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপ্রমুখ শ্রীগুরুবর্গের লীলাকারী সকলকেই সেই অঙ্গীরই আশ্রিত বিভিন্ন অঙ্গরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। তাই শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দপাদ বলিয়াছেন,—"চৌদ্দভুবনের গুরু শ্রীচৈতন্যগোঁসাঞি। তাঁর গুরু অন্য—এই কোন শাস্ত্রে নাই॥" (চৈঃ চঃ ১।১২।১৬)। ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিগণেরও মহান্ত-মন্ত্রগুরুস্বীকার অপরিহার্য—এই শিক্ষাদর্শ স্থাপনের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও প্রভুদ্বয়ের শ্রীমন্ত্রগুরু-গ্রহণলীলা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ হইতে দশাক্ষর-মন্ত্রগ্রহণলীলা (চৈঃ ভাঃ ১।১৭।১০৭) করেন, সেই মন্ত্রের দেবতা হইলেন শ্রীগোপীজনবল্লভ (গৌতমীয়তন্ত্র ২য় অধ্যায়)। চক্রবর্তিপাদ বলেন, দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রের অর্থ—পরোঢ়ত্ব-উপপতিত্বভাবময়। (আনন্দচন্দ্রিকা ১।২১)। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ-কৃত শ্লোক (শ্রীরূপের শ্রীপদ্যাবলী ১৮ ও ৭৫ সংখ্যাধৃত) হইতে প্রমাণিত হয় —পুরীপাদ শ্রীগোপীজনবল্লভের উপাসক এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদও শ্রীপদ্যাবলী-ধৃত ৯৬ সংখ্যক শ্লোক (অনঙ্গরসচাতুরীচপল ইত্যাদি) এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (২।৪।১৯৭) বর্ণনানুসারে শ্রীরাধাপক্ষপাতী শ্রীমঞ্জরীস্বরূপে শ্রীরাধা-কীর্তিত শ্লোক (অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ—পদ্যাবলী ৩৩০) উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েন। সুতরাং সেই শ্রীমাধবেন্দ্র যে অরাধ-কৃষ্ণোপাসক সম্প্রদায় হইতে মন্ত্রপ্রাপ্ত হয়েন নাই, ইহার অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের ঐতিহ্যানুসারে দ্বারকামহিষী শ্রীসত্যভামাদেবীর পূজিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীমধ্বাচার্য গোপীচন্দনের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েন এবং উক্ত বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমধ্ব যে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দিরাপতি ও ব্রহ্মার বরদ (১।১) বলা হইয়াছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরাশ্চিন্ত্যা হরের্ভুজাঃ" (১।৬)—চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিই শ্রীমধ্বের ধ্যেয়। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন—"কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি **নারায়ণোপাসকা** এব। অপরে **তত্ত্ববাদিনঃ** তে **তথাবিধা এব।** নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্॥" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ৮ম অঙ্ক)—দক্ষিণদেশে

অল্পপরিমাণেই বৈষ্ণব দেখিলাম, তাঁহারাও নারায়ণোপাসকই। আর তত্ত্ববাদিগণ যাঁহারা (দ্বারকেশ) কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারাও সেইরূপই—শ্রীনারায়ণোপাসকই। তত্ত্ববাদিগণের মত নিরবদ্য[৬] (শুদ্ধ) নহে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮) এই ভাগবতবাক্যের তাৎপর্য মাধ্বমতে—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্, ইহা নহে। ব্রহ্মার পিতা মেঘশ্যাম বর্ণ শেষশায়ী বিষ্ণুই মূলরূপী। "কৃষ্ণো মেঘশ্যামঃ শেষশায়ী মূলরূপী পদ্মনাভো ভগবান্, স্বয়ং তু—স্বয়মেব" (শ্রীবিজয়ধ্বজ)।

শ্রীসনাতন শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে (১০।১২।১) "তত্ত্ববাদিনো বৈষ্ণবা মুক্তেরেব পরমপুরুষার্থতাং মন্যমানাঃ" ইত্যাদি বলিয়াছেন—তত্ত্ববাদিগণ মুক্তিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথের স্বনিয়মদশক শ্রীরূপানুগগণের জীবাতুস্বরূপ। "য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্" (৬ষ্ঠ শ্লোক)—ইহা কি শ্রীরূপানুগগণের স্বীকার্য নহে? শ্রীরাধারাণীকে বাদ দিয়া কি শ্রীরূপরঘুনাথের আনুগত্য হইতে পারে? শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৩য় অঙ্ক) বলিয়াছেন,—**যাহা রাধা-বিযুক্ত তাহাই অপরাধ**-শব্দবাচ্য।

বৈধী ও রাগানুগা উভয় পদ্ধতিতেই গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু ও পরমেষ্ঠি গুরুবর্গকে নিত্য অর্চন ও স্মরণাদির বিধি আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রত্যেকেই সেইরূপ সিদ্ধ-মন্ত্রগুরু-পরম্পরা স্বীকার করিয়া ভজন করিয়াছেন। ইহা হইতেই সেই সেই সিদ্ধ সম্প্রদায়োচিত তিলক ধারণেরও বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। সাধক শিষ্য মন্ত্রগুরু-পরম্পরার অবিচ্ছিন্নসূত্র আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অভীষ্ট বস্তুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হয়েন। তদ্ব্যতীত কেহই অভীষ্ট যুগলসেবা লাভ করিতে পারেন না ও পারেন নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "গদাধর মোর কুল" বলিয়া স্বীয় মন্ত্রগুরু-ধারার পরিচয় দিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরের মন্ত্র-শিষ্য শ্রীলোকনাথ, তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য শ্রীনরোত্তম। এই শ্রীনরোত্তম-পরিবার-

৬। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৮।১) শ্রীনারদ শ্রীপ্রহ্লাদের সিদ্ধান্তকে 'নিরবদ্য' বলিয়াছেন, তত্ত্ববাদিগণের মত প্রহ্লাদের মতের ন্যায় শুদ্ধ নহে।

ভুক্ত আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিপাদ শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের মঙ্গলাচরণে স্বীয় মন্ত্রগুরু-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন—

শ্রীরাম-কৃষ্ণ-গঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূননুরূপ্রেম্নঃ।
শ্রীল-নরোত্তম-নাথ-শ্রীল-গৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥

এই স্থানে মন্ত্রগুরু শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, তাঁহার মন্ত্রগুরু শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মন্ত্রগুরু শ্রীগঙ্গাচরণ, তাঁহার মন্ত্রগুরু শ্রীলনরোত্তম, তাঁহার মন্ত্রগুরু শ্রীলোকনাথ 'নাথ' শব্দে উক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের আরাধ্য ও অভীষ্টদেব শ্রীল-(গদাধরের সহিত) গৌরাঙ্গদেব। সর্বত্রই এরূপ অবিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুরুর ধারাই 'গুরুপরম্পরা' নামে কথিত এবং তাহা মূল-নারায়ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম হইতেই প্রবাহিত, শ্রীমধ্বাচার্য হইতে নহে। ষড়্ গোস্বামী এবং শ্রীকর্ণপূরাদি শ্রীগৌর-পরিকরগণ সকলেই তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে মূল-নারায়ণ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেই গুরুপরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন।

যে সকল অন্য মতাবলম্বী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অতি দুর্ভাগ্যফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মূলনারায়ণ বা স্বয়ংভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যকে বৈষ্ণব বা আচার্য্যশ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় পূর্বোক্ত চতুঃসম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রীনারায়ণ হইতে অবিচ্ছিন্ন মন্ত্রগুরু-ধারায় আগত হয় নাই, এইরূপ এক তর্ক তদানীন্তন হিন্দুধর্মপৃষ্ঠপোষক জয়পুর-নরেশের দরবারে উত্থাপন করেন। তদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ইহা উপেক্ষা করিতেন কিন্তু শ্রীরূপের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এবং শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকাশীশ্বরের আরাধিত শ্রীগৌরগোবিন্দের সেবা জয়পুর-নরেশের তত্ত্বাবধানে ও অধ্যক্ষতায় ছিল। (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোবিন্দজী জয়পুরে বিজয় করেন)। যদি সেই সেবাটি গৌরবিরোধী সম্প্রদায়ের হস্তগত হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌর-গোবিন্দের এবং শ্রীরাধারাণীর অমর্যাদা হইবে, এই আশঙ্কা করিয়াই মধ্বাম্নায়ের ভূতপূর্ব শিষ্য এবং পরবর্তিকালে শ্রীজীবের শিক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ শাখায় শ্রীরসিকানন্দের ধারায় মন্ত্রদীক্ষিত মাধ্বনৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক

শ্রীবলদেবকে জয়পুরে বিজাতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিচার-সভায় প্রেরণ করিয়া গৌড়ীয়ার ঠাকুরের সেবা গৌড়ীয়গণের হস্তে সংরক্ষণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ও শ্রীরূপের পরিবেষিত উন্নতোজ্জ্বল রসের কথা বুঝিতে না পারিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ গুরুবর্গের প্রতি কটাক্ষাদি করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকিলে যেরূপ শ্রীজীবপাদকে পরেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া[৭] শ্রীরূপের সিদ্ধান্তের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শনোদ্দেশ্যে অপ্রকট নিত্যলীলায় স্বকীয়াত্ব স্থাপন করিতে হইয়াছিল, যেরূপ পরম বৈষ্ণব শ্রীশ্রীধর স্বামীকেও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুরোধে বড়িশ-আমিষ-ন্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় স্থানে স্থানে মায়াবাদপর ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে,[৮] তদ্রূপ শ্রীবলদেবকেও সমগ্র শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের এবং তাঁহার সাক্ষাৎ গুরুবর্গের যাহা অভিমত নহে, তাহাই (শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্তি) তাৎকালিক প্রয়োজনানুরোধে প্রতিপাদন করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই মূলনারায়ণ—প্রেমকল্পবৃক্ষ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত রূপ দুইটি স্কন্ধ বা প্রধান শাখা হইতেই অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আবির্ভূত হইয়াছে। "বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ। এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥ সেই দুই স্কন্ধে শাখা যত উপজিল। তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥ (চৈ চ ১।৯।২১-২২)।

"শ্রীনামাকৃষ্ট রসিক-সম্প্রদায়"

শ্রীরূপ শ্রীবিদগ্ধমাধবের প্রারম্ভে শ্রীবৃন্দাবনে নানাদিগ্‌দেশাগত রসিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যাষ্টকেও (১ম, ৬) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন,—"ভক্তিরসিক"—কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ। শ্রীউজ্জ্বলনীল-মণি ও শ্রীদানকেলিকৌমুদীর মঙ্গলাচরণেও শ্রীগুরুদেব, শ্রীসনাতন, শ্রীগৌরকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভক্তসমাজ সকলকেই বলিয়াছেন 'নামাকৃষ্টরসজ্ঞ'। অতএব শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের ইষ্টদেব, গুরুদেব, বৈষ্ণবদেব ব্রজ ও নবদ্বীপ উভয়-লীলায়ই

৭। সাধনদীপিকা ৯ম কক্ষা শেষভাগ।

৮। তত্ত্বসন্দর্ভ ২৭ অনুচ্ছেদ ও শ্রীবলদেব-টীকা।

নামাকৃষ্টরসিক। অধিক কি, শ্রীরূপপাদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশে (পরি, ১৮৫) কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র যে স্বয়ং শ্রীরাধার 'স্বাভীষ্ট-সংসর্গী'—নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বিধানকারী, ইহা জানাইয়াছেন। রসামৃতসিন্ধুতেও (১।৩।৩৮) বলিয়াছেন—

রোদনবিন্দুমরন্দস্যন্দি-দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ!
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা॥

ওগো গোবিন্দ! আজ মধুকণ্ঠী বালা রাধা তোমার নামাবলীই গান করিতেছে। আর তাঁহার নয়নপদ্ম হইতে অশ্রুবিন্দু-মকরন্দ ক্ষরিত হইতেছে।

একদিন সূর্যকুণ্ডের কোন নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধারাণীর এইরূপ অবস্থার কথা সখীগণ রাধাপ্রাণবন্ধুকে জানাইলে কৃষ্ণ রাধার সম্মুখস্থ হইলেও তাঁহার বাহ্যস্ফূর্তি হইল না। কৃষ্ণ তাঁহার নামকীর্তনে রাধারাণীর এইরূপ তন্ময়তা দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া স্থির করিলেন, রাধার এই হৃদয়টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে না পারিলে, স্বনামামৃতরসের এইরূপ আস্বাদন আর কোন ভাবেই হইবে না। তাই তৎসন্নিহিত কলিতেই কৃষ্ণ রাধার ভাব-কান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং আজন্ম রাধার ভাবে স্বনামামৃতরস আস্বাদন করিয়া স্বয়ং তৃপ্ত হইলেন এবং সর্বত্র নামপ্রেমরস সঞ্চার করিলেন।

শ্রীচৈতন্যাষ্টকে (২।৬) "মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং···ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিত-তনুঃ" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—ভগবন্নাম-কীর্তনই যে ব্রজপ্রেমের স্বরূপ, তাহা স্বয়ংনামী স্বনামরসাস্বাদন-লীলাদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীবিদগ্ধমাধবে (১।১৪-১৫) নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, রাধারাণীর কৃষ্ণানুরাগ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ, কথাপ্রসঙ্গে 'কৃষ্ণ'নাম শ্রবণমাত্রই তাঁহার পুলকাদির উদ্‌গম হয়। এই কথা শুনিয়া রাধাকৃষ্ণের সঙ্গমকারিণী ভগবতী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণনামে অনুরাগই যথার্থ কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ বলিয়া অনুমোদনপূর্বক "তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে" শ্লোকটি কীর্তন করিয়াছিলেন। রাধার পূর্বরাগের কথা শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধবে (২।৯) যাহা বর্ণন করিয়াছেন,

তাহারও বৈশিষ্ট্য এই যে সর্বপ্রথমে কৃষ্ণনাম শ্রবণেই রাধার পূর্বরাগের উদয় হয়, তাহা রূপাদি দর্শনের অপেক্ষা করে নাই। "পহিলে শুনলু হাম, শ্যাম দুই আখর, তখন মন চুরি কৈল" (গোবিন্দদাস)। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—গোবিন্দ-প্রেম-পরায়ণ ভক্তগণেরও যে রহস্যলাভ হয় না, গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলে একমাত্র নামের দ্বারাই তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। "স্বয়ং **তন্নাম্নৈব** প্রাদুরাসীৎ" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩)।

শ্রীসনাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (১১।৬৩১) টীকায় বলিয়াছেন, যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে প্রেমের সিদ্ধিবিষয়ে শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তিই অন্তরঙ্গ (মুখ্য) সাধন। তন্মধ্যেও শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ—এই তিনটি মুখ্য। ইহার মধ্যেও কীর্তন ও স্মরণ মুখ্য। তন্মধ্যেও ভগবন্নাম-সংকীর্তনই মুখ্যতম। বোপদেবাদির মতে যে পরমশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ স্মরণ তাহা হইতেও নামসংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ। অনায়াসে ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রে একাধারে মন, কর্ণ, জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপ্য সুখবিশেষের আবির্ভাব হওয়ায় স্মরণ হইতে কীর্তন সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ।

নিজ প্রিয়তমের শ্রীনামসংকীর্তনই ব্রজপ্রেমের অন্তরঙ্গতর সাধন এবং স্বয়ংই প্রেমসম্পত্তিস্বরূপ। "শ্রবণাদীনি নব মুখ্যানি, তত্র চ শ্রবণ কীর্তন-স্মরণানি, তত্রাপি কীর্ত্তন-স্মরণে। তত্রাপি শ্রীভগবন্নামসংকীর্ত্তনম্। * * * তেষ্বেব পরমশ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীমুক্তাফলাদি-গ্রন্থকারাণাং সম্মতাৎ স্মরণাদপি শ্রেষ্ঠম্। কিঞ্চ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং সর্বথা শ্রেষ্ঠমেব মনঃ-শ্রবণ-বাগিন্দ্রিয়-বাপ্য-নিজ-প্রিয়তম-নাম-কীর্ত্তনস্য প্রেমান্তরঙ্গতর-সাধনত্বেন পুনর্বিশেষেণ নির্দ্দেশঃ কিংবা তৎসম্পত্তি-লক্ষণায়।" (হঃ ভঃ বিঃ দিগ্‌দর্শিনী ১১।৪৫৩, ৬৩১ ও বৃহদ্ ভাঃ ২।৫।২১৮)।

নামসংকীর্ত্তন যে সাধনমাত্র নহে, স্বয়ংই সাধ্যশিরোমণিস্বরূপ; তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩০।৪৪, ১০।৩২।৮) প্রক্রিয়ানুসারে শ্রীরূপপাদ উজ্জ্বলনীলমণির উপসংহারে সম্ভোগ-শৃঙ্গারে ব্রজদেবীগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণকে আহ্বানাদিকালে প্রযুক্ত প্রেমোক্তিগর্ভ নামসংকীর্ত্তনের উল্লেখ দ্বারাই প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে" (চৈঃ চঃ ১।৪।৪০)।

নামই প্রেম, অথবা নামের সূত্রেই প্রেম গ্রথিত, ইহাই হইল শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তিত নামসঙ্কীর্ত্তনের বিশেষত্ব। প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার। * * * কিন্তু এহো বহিরঙ্গ (চৈঃ চঃ ১।৪।৬) ইত্যাদি উক্তির তাৎপর্য্য অবধারণাভাবে "বহিরঙ্গ লঞা করে নামসংকীর্ত্তন"—এইরূপ এক উদ্ভট ছড়ার (যাহা কোন প্রামাণিক মহাজন-গ্রন্থে নাই) উদ্ভব হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের নিজস্ব প্রয়োজন হইল—শ্রীরাধার প্রেমরসাস্বাদন—তিন বাঞ্ছা পূরণ। এজন্য স্বয়ংভগবানের তাহা স্ব-স্বরূপের (অন্তরঙ্গ) প্রয়োজন, ইহা কখনও তটস্থাশক্তিস্থানীয় জীবের প্রয়োজন নহে। কিন্তু স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত "অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে" (চৈঃ চঃ ১।৩।২৬)। সুতরাং ব্রজ-সজাতীয় নামপ্রেমদান কার্য্যটি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপেরই কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগে আবির্ভাবের গৌণ-(বহিরঙ্গ) কারণ, যাহা "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে এবং মুখ্য-(অন্তরঙ্গ—শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্বস্বরূপের) কারণ, যাহা "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো" ইত্যাদি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখপ্রসঙ্গেই যথাক্রমে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নাম-প্রেম-বস্তুটি বা তৎপ্রদান কার্য্যটি বহিরঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদিত হয় নাই।—(চৈঃ চঃ ১।৪।২২৫-২২৬ দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের আবির্ভাবের যাহা বহিরঙ্গ বা গৌণ-প্রয়োজন, তদ্দ্বারাই জীবজগতের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

শ্রীজীবপাদ সর্বসংবাদিনীতে (উপক্রমে) বলেন,—"**সংকীর্তন-প্রধানস্য তদাশ্রিতেষ্বসকৃদেব দর্শনাৎ** স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্"—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের আশ্রিতভক্তগণে নামসংকীর্তনপ্রধানা উপাসনার আদর্শ পুনঃপুনঃই পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তনই এইস্থানে অভিধেয়, ইহা স্পষ্ট।

"ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ" (ভাঃ ৬।৩।২২) ইত্যাদি শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে—"তৃতীয়া প্রকৃত্যাভিরূপ ইতিবৎ" এবং চক্রবর্তিপাদের টীকায় "এতদেব শ্রীভাগবতস্যাভিধেয়-তত্ত্বম্" এই উক্তিতে 'ভগবানের নামগ্রহণ

আদিতে যাহার' অথবা নামেরই গ্রহণ (কীর্তন), শ্রবণ, স্মরণ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুশীলনরূপ ভক্তিযোগ "স্বভাবতঃ সুন্দর" এই তাৎপর্যে তৃতীয়া হওয়ায় অভেদ-সম্বন্ধে পরপদে অন্বিত হইয়াছে, করণে বা সহার্থে তৃতীয়া হয় নাই জানা যায়। অর্থাৎ নামগ্রহণই স্বরূপতঃ ভক্তিযোগ বা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিধেয়-তত্ত্ব, তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন (করণে তৃতীয়া) বা অন্যান্য অঙ্গের একতম বা ভক্তিযোগের সহায়ক (সহার্থে তৃতীয়া) নহে। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-প্রদীপে ঐস্থানে সহার্থে তৃতীয়া করা হইয়াছে। ভক্তি অঙ্গী, নামসংকীর্তন অঙ্গ, "নামগ্রহণাদিরঙ্গৈঃ সহিতা ভক্তির্ভবতি"। এই স্থানেই নামসংকীর্তন-পিতা শ্রীনামীর সিদ্ধান্তের সহিত অন্যান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের পার্থক্য। মধ্বসিদ্ধান্তে অন্যত্র সংকেতে নামাভাসে মুক্তি স্বীকৃত হয় নাই এবং অন্যান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়েও নামাপরাধের বিচার প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—'নাম-সংকীর্তন হৈতে সর্বভক্তিসাধন উদ্গম।' শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীনৃসিংহ তিনজনই পরাবস্থ ও লীলাবতার-পর্যায়ে গৃহীত হইলেও যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই শ্রীরাম-শ্রীনৃসিংহাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের বিস্তার, যেরূপ ব্রজগোপীপ্রেম বা মহাভাবই অন্যান্য যাবতীয় নিত্যসিদ্ধ ভক্তকোটির ভাবের অঙ্গী-স্বরূপ, তদ্রূপ শ্রীনামসংকীর্তন হইতে সর্বভক্ত্যঙ্গের ও সাধনাঙ্গের বিকাশ হয় বলিয়া তাহাই অঙ্গী ভক্তিযোগ। "নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।" রাগানুগাভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহাও নামকীর্তনেরই অধীন (রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা-১৪)।

শ্রীকবিকর্ণপূর "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্যা" (ভা ১১।২।৪০) ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত "ভাগবতের সার" (চৈঃ চঃ ১।৭।৯৩) শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—ভগবন্নামসংকীর্তনাদিরূপ অগম্য ভক্তিযোগের রতিজনক ভাবই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া পার্ষদভাবে (সিদ্ধমঞ্জরীস্বরূপে) অবস্থান করেন। অতএব কলিতে নিশ্চয়ই একমাত্র শ্রীনামসংকীর্তনই সমস্ত পুরুষার্থের সার্থকতা-তিরস্কারী এবং রত্যাখ্যভাবের পুরস্কারী বা প্রদাতা। "ভগবন্নামসংকীর্তনাদি-রূপস্য ভক্তিযোগস্য যোঽগম্য-রতিজনকভাবঃ স খলু **পার্ষদভাবং** ভাবং ভাব-

মধিতিষ্ঠতে। * * অতঃ খলু কলৌ নাম **নামসংকীর্তনমেব** পুরুষার্থ-সার্থ-সার্থকতা-তিরস্কারি **পুরস্কারি-রত্যাখ্য-ভাবস্তু** (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ১।৯)।

বিদ্বদনুভব

শ্রীগৌড়-ক্ষেত্র-ব্রজমণ্ডলে প্রখ্যাত সিদ্ধ শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথানুগবর শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহাশয়ের উক্তি—"শ্রীনামাক্ষরের কীর্তনই সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সাক্ষাৎকার। অপরাধ থাকা-কালে সেই অনুভবটি হয় না।[৯] শ্রীহরিনাম করিতে করিতেই শ্রীনামের অক্ষরগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে এবং আত্মস্বরূপও উপলব্ধি হইবে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় সেবাদিও জাগিয়া উঠিবে।"

শ্রীনামকীর্তন ব্যতীত অন্য কোনও ভক্তি সার্বভৌম, সার্বজনিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক ধর্ম হইতে পারে না (ভাঃ ৬।৩।২২-ক্রমসন্দর্ভঃ)। নাস্তিক, বৌদ্ধ, যবন, ম্লেচ্ছাদিকে পশু-পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতা-স্থাবর পর্যন্ত সকল প্রাণীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-কীর্তনমুখেই প্রেম দিয়াছেন। তাঁহাদের অর্চন, স্মরণাদিতে অধিকার নাই। "নাম হৈতে হয় সর্বজগত নিস্তার॥" (চৈঃ চঃ ১।১৭।২২), "পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশগ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥" (চৈঃ ভাঃ ৩।৪।১২৬)। এই সকল মহাপ্রভূক্তি হইতেও শ্রীনামই সর্বদেশের সার্বজনিক সার্বভৌম ধর্ম হইবে জানা যায়। শ্রীরূপপাদও শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণ তদাহ্বায়ক শ্রীনামই জগৎকে প্রেমে নিমজ্জিত করিয়া সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিবেন, বলিয়াছেন। যদি কাহারও কোনও ভক্ত্যঙ্গের বিকাশ হয়, তবে শ্রীনাম-সংকীর্তন হইতেই হইবে। কলিযুগ নামকীর্তনের যুগ ('হরের্নামৈব কেবলম্'), কলিযুগাবতারী স্বয়ং শ্রীনামসংকীর্তন-প্রবর্তক, শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণে সুমেধোগণ প্রদর্শিত তদুপাসনাও নামসংকীর্তন প্রধানা। ইহা ভুলিলে চলিবে না।

৯। শ্রীল অদ্বৈতপরিবার-ভুক্ত বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য আগরতলা-নিবাসী শ্রীমদ্ হরেন্দ্র কুমার সেন মহাশয় কর্তৃক ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক তারিখে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের নিকট লিখিত পত্রাংশ। এতদ্ব্যতীত শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন ২য় খণ্ডে (২য় সং) ৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শ্রীল গৌর-

শ্রীনামসংকীর্তন "তৃণাদপি সুনীচতা" ইত্যাদি গুণের অপেক্ষাযুক্ত, ইহাও বলা যায় না। শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৬৩ অনু) বলেন—"গতভীরিত্যাদয়ো গুণা নাম্নৈকতৎপরতা-সম্পাদনার্থাঃ, ন তু কীর্তনাঙ্গভূতাঃ। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বং তস্য তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি।"—নির্ভয়, জিতনিদ্র, নিঃসঙ্গ, নির্বিন্ন, লক্ষ্যপথে দৃষ্টিযুক্ত, মিতভুক্ ও প্রশান্ত হইয়া শ্রীহরির নামকীর্তন করিবে,—ইহার তাৎপর্য এই নহে যে—ঐ সকল গুণ না থাকিলে শ্রীনামসংকীর্তনে যোগ্যতা হইবে না। যেহেতু ভক্তিমাত্রই যখন নিরপেক্ষ, তখন সার্বভৌম অভিধেয় (ভাঃ ৬।৩।২২) শ্রীনামসংকীর্তন যে সর্বগুণ-নিরপেক্ষ ইহা বলাই বাহুল্য। ঐ সকলগুণ একমাত্র শ্রীনামের প্রতি তৎপরতা সম্পাদনেরই নিমিত্ত; তাহা নামকীর্তনের অঙ্গস্বরূপ নহে। শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে সর্বপাতককারী দ্বিতীয়-ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে দৃষ্ট হয়, সর্বপ্রকার যোগ্যতাহীন ও সর্বসাধনে অসমর্থব্যক্তিও যদি উঠিতে ঘুমাইতে, চলিতে ফিরিতে, ক্ষুধায় পিপাসায় বা পতন সময়ে সর্বদা গোবিন্দের নাম কীর্তন করেন তাহা হইলে তাঁহার সর্বসিদ্ধি লাভ হয়—ইহা দ্বারা নামকীর্তনকারীর যোগ্যতার অপেক্ষা-রাহিত্য প্রমাণিত হইতেছে (ভক্তিসঃ ২৬৩)। "কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থ-ফলপর্যন্তদান সমর্থানি।" (ভক্তিসঃ ২৮৪)—অন্য অপেক্ষারহিত কেবল শ্রীভগবন্নাম-সমূহই পরমপুরুষার্থ ফলস্বরূপ যে প্রেম, সে পর্যন্ত দানে সমর্থ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুপদেশ "তৃণাদপি সুনীচেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" অনীয়-প্রত্যয় বিধি, অর্হ (যোগ্য) ও ভবিষ্যৎকাল বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়—(পাণিনি ৩।১।৯৬ ও শ্রীহরিনামামৃত ৫।১৪৯)। উক্ত বাক্যে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ থাকায় কর্মেরই (হরিরই—নামেরই) প্রাধান্য এবং কীর্তনীয়-পদটি কর্মেরই বিশেষণ, তাহা কর্তার সহিত অন্বিত হইতে পারে না; সুতরাং তৃণাদপি সুনীচাদি শব্দের দ্বারা কীর্তনকারীর যোগ্যতা কথিত হয় নাই। 'অনীয়'-প্রত্যয়ের দ্বারা 'হরিই ~~সর্বদাই~~ কীর্তনের যোগ্য, অন্যকোন বস্তু নহে'—ইহাই

প্রকাশ করিতেছে। কেবল-ভবিষ্যৎকালের নিষেধের জন্য 'সদা'-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। তৃণাদপি সুনীচাদি কীর্তনকারীর যে যে বিশেষণসমূহ তাহা একান্তভাবে শ্রীনামাশ্রয়ের সঙ্কল্প-বাচক। যেরূপ 'গোপ্তৃত্বে বরণ' শরণাগতির অঙ্গী, আর অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প, কার্পণ্যাদি (দৈন্যাদি) সেই অঙ্গীর পরিকর তদ্রূপ শ্রীনামকেই একমাত্র শরণ্যরূপে বরণই হইতেছে অঙ্গী, তৃণাদপি সুনীচতাদির সেই অঙ্গীর পরিকররূপেই আবির্ভাব। "তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেব অঙ্গী, অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ" (ভক্তিসঃ ২৩৬)। "অমানী মানদঃ" (ভা ১১।১১।৩১) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৯৯ অনু) বলেন,—"অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্যম্"—এখানে 'আমার শরণাগত' হইতেছে বিশেষ্য, আর 'অমানী' ও 'মানদ' ইত্যাদি বিশেষণ। সুতরাং 'শ্রীনামাশ্রিত' বিশেষ্য ; অমানী মানদ ইত্যাদি বিশেষণ। শ্রীনামাশ্রিত ব্যক্তিতে তৃণাদপি সুনীচতাদি পরিকরগুণসমূহ প্রেমকল্পবৃক্ষের ভাবাঙ্কুর উদ্গম-কাল মধ্যে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। ক্ষান্তি, মানশূন্যতা, নামগানে সদা রুচি ইতাদি অনুভাব-সমূহ প্রেমের প্রথমাবস্থা যে ভাবরূপ অঙ্কুর, তাহা যাঁহাদের আবির্ভূত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৫-২৬)। শ্রীসনাতনপাদও বলিয়াছেন,—(বৃহদ্ভা ২।৫।২২৪-২৫) "দৈন্য-প্রেম্ণোঃ পরস্পরং কার্য্যকারণতা, পোষ্যপোষকতানুভূয়তে।" শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ "যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়" ইত্যাদি দিব্যোন্মাদী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে উক্ত ক্রম-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উহা নামসংকীর্ত্তনকারীর প্রাথমিক যোগ্যতার বা অধিকারের পরিচয়-পত্র নহে। ভাবভক্তির উদয়ে যথাকালে তৃণাদপি সুনীচতাদির (দৈন্যাদির) স্বাভাবিক উদয় হয় এবং তখন যে নামগানে সদা রুচির সহিত নামের অনুশীলন হয়, তাহাতে অচিরেই প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। "দৈন্যন্তু পরমং প্রেম্ণঃ পরিপাকেণ জন্যতে" (বৃহদ্ভাঃ ২।৫।২২৪)।

নামাশ্রয়ীর পক্ষে গুরুপদাশ্রয় দীক্ষাদি সাধনাঙ্গ বা অর্চনাদি অপর ভক্ত্যঙ্গের আবশ্যকতা নাই—অথবা—অর্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিম্নাধিকারীর জন্য ইহাও অতি

বিকৃত ও দুষ্ট মত *শ্রীনামই সর্বমূল-কারণ বলিয়া নামাশ্রয় হইতেই শ্রদ্ধাদিক্রমে সাধনাঙ্গের সহিত প্রেমোদয় হয় এবং নববিধ ভক্ত্যঙ্গেরও পূর্ণ বিকাশ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে "অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে" (ভাঃ ১১।২।৪৭) ইত্যাদি শ্লোকে প্রারব্ধভক্তি কনিষ্ঠভাগবতের কেবল বিষ্ণুপ্রতিমাতেই লোক-পরম্পরাগত শ্রদ্ধানুসারে পূজা-চেষ্টা, কিন্তু তদ্ভক্তে বা অন্য প্রাণীতে কৃষ্ণাধিষ্ঠান-জ্ঞানে আদরের অভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অর্চনাঙ্গ অতি নিম্নাধিকারীর কৃত্য, তাহা উত্তম ভাগবতের নহে প্রতিপাদন করা হয় নাই। শ্রীনৃসিংহপুরাণে (৬২।৫) "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্"—অত্যন্ত অল্পবুদ্ধিগণের জন্য প্রতিমা—এই উক্তির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৯৮ অনু) বলিয়াছেন;—"ইত্যত্র স্বল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ, নৃসিংহপুরাণাদৌ ব্রহ্মাম্বরীষাদীনামপি তৎপূজাশ্রবণাৎ"—মহাভাগবতগণ শ্রীভগবদর্চার পূজা করেন, স্বল্পবুদ্ধিব্যক্তিগণেরও তাহা কৃত্য। কারণ, উক্ত শাস্ত্রেই শ্রীব্রহ্মা, শ্রীঅম্বরীষ-প্রমুখ মহাভাগবতগণ কর্তৃক শ্রীমূর্ত্তি পূজার কথা শ্রুত হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে "**মল্লিঙ্গ**মদ্ভক্ত-জন-দর্শন-স্পর্শনার্চ্চনম্" (ভাঃ ১১।১১।৩৪) ইত্যাদি বাক্যে নিজ অর্চাবতারের অর্চন ভাগবত-মাত্রের কৃত্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রেষ্ঠ-সাধন-পঞ্চকের অন্যতমরূপে "শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন" (চৈঃ চঃ ২।২২।১২৫) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভাগবতোত্তম মহারাজ শ্রীঅম্বরীষের স্বহস্তে হরিমন্দিরমার্জন, সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচামন্দিরমার্জন, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীগদাধরপণ্ডিত, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ামাতাঠাকুরাণী, শ্রীজাহ্নবামাতা-ঠাকুরাণী, শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত, শ্রীরাঘবপণ্ডিত, শ্রীরঘুনন্দনঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীগোপালভট্টাদি বিরক্ত গোস্বামিবৃন্দের স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের নিত্য অর্চন, শ্রীগোবিন্দসেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাসপণ্ডিত, শ্রীভূগর্ভশিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস পূজারী-গোস্বামিপ্রমুখ শ্রীনামরসাকৃষ্ট-মহাভাগবতোত্তম-শিরোমণিগণেরও নিত্য স্বহস্তে শ্রীমূর্ত্তি অর্চনের আদর্শ দৃষ্ট হয়। চক্রবর্তিপাদ স্বগুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তি-

* শ্রীকবিকর্ণপুর শিশুকালেই পুরীতে স্বয়ং শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখ হইতে কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেও সদাচার-স্থাপনার্থ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যশিষ্য শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্তিপাদের নিকট মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পাদকে একাধারে নামামৃতরসাস্বাদী (৮ম শ্লোক) এবং শ্রীবিগ্রহের অর্চনার্থ স্বহস্তে পুষ্পচয়নকারী ও তুলসীবেদী-লেপনকারী ইত্যাদিরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীনামসংকীর্ত্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরি

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৮) উক্ত হইয়াছে,—"যদ্‌গীতেনেদমাবৃতম্"—ব্রজরামাগণের গানের অনুসারেই এই জগতে সঙ্গীতবিদ্যার আংশিক প্রচার হইয়াছে। অদ্যাপি সেই গীতাংশই বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে। স্বর্গাদি লোকেও ব্রজগোপীগণের গীতাংশমাত্রই প্রচারিত (শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৩৩।৮ ধৃত সঙ্গীতসার-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। সেই ষোড়শ-সহস্র-ব্রজগোপীর মুকুটমণি শ্রীগান্ধর্বাই (শ্রীরাধাই) নিখিলসঙ্গীত-বিদ্যার আকর-স্বরূপা। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীব্রজনব-যুবরাজাষ্টকে (৩ শ্লো) বলিয়াছেন,—শ্রীব্রজনব-যুবরাজ অখিল জগতে প্রসরণশীল যাবতীয় মনোজ্ঞ কলাবিদ্যার আদিগুরু। সেই মহাভাববতী গান্ধর্বা ও রসিকশেখর ব্রজনব-যুবরাজ-মিলিততনুই কলিযুগে সংকীর্ত্তন-রাস-প্রবর্তক। "চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসংকীর্ত্তন" (চৈ চ ২।১১।৯৭)। সত্যাদি যুগত্রয়ে শ্রীনাম বিদ্যমান থাকিলেও এবং সাধারণ কলিযুগসমূহে তত্তদ্‌যুগাবতার-প্রচারিত মোক্ষদ তারকব্রহ্ম নামকীর্ত্তন যুগধর্মরূপে প্রকাশিত থাকিলেও শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত আপামরে পশু-পক্ষি-তৃণ-গুল্ম-লতা-পর্যন্ত ব্রজ-প্রেমদ নামসংকীর্ত্তনের সঞ্চার হয় নাই বা স্বয়ং নামী নিজ নাম রসাস্বাদন করিয়া তাহা আপামরে বিতরণ করেন নাই। দ্রাবিড়-প্রদেশীয় দিব্যসূরি শ্রীকুলশেখর আলোয়ারের শ্রীমুকুন্দমালা-স্তোত্রের (২৯,৩৮ ইত্যাদি) এবং শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদির উক্তি হইতেও সেই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। "আচণ্ডালে কীর্ত্তন **সঞ্চারে**" (চৈঃ চঃ ১।৪।৪০), "সর্বত্র **সঞ্চার** হইবে মোর নাম"—(চৈ ভা ৩।৪।১২৬)—এই 'সঞ্চার'ই হইতেছে স্বতঃসিদ্ধ স্ফূর্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই নামপ্রেম আস্বাদনের বৃত্তির সঞ্চার করিয়াছেন। জগজ্জীবের ধর্মার্থকামমোক্ষ পর্যন্ত আস্বাদনের বৃত্তি আছে। ইহা জীবের প্রয়োজন সাধক; কিন্তু রসিকশেখর পরতত্ত্বের প্রয়োজন যে প্রেম, তাহা আস্বাদনের

বৃত্তি জীবে নাই। মহাপ্রভু স্বনামের সহিত প্রেম আস্বাদনের বৃত্তিটি সর্বত্র সঞ্চার করায় তিনিই অদ্বিতীয় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-পিতা।

"পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ"

"কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাদকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎ-কীর্তনময়ৈঃ।" (শ্রীচৈতন্যাষ্টক ২।১)—সুমেধোগণ এই কলিতে যাঁহাকে উচ্চনামসংকীর্তন-প্রচুর যজ্ঞের দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে উপাসনা করেন, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ (অন্তঃকৃষ্ণ) হইলেও নিজপ্রেয়সীর কান্তিরাশির প্রাচুর্যে আবৃত হইয়া অকৃষ্ণবর্ণ (বহির্গৌর) হইয়াছেন। "রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্" (ঐ ২।৩)—কৃষ্ণচোর প্রেয়সীবৃন্দের অনির্বচনীয় মধুররসরাশি (চোরের ন্যায় ছদ্মবেশে) অপহরণপূর্বক উপভোগ করিবার জন্য প্রেয়সীমুখ্যা শ্রীরাধার দ্যুতি বাহিরে প্রকাশ করিয়া নিজ শ্যামকান্তি এই জগতে গোপন করিয়াছেন।

শ্রীরূপের উপরি উক্ত শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দ শ্রীমদ্ভাগবত-রসধ্বনিতে সমলঙ্কৃত। শ্রীমহাভারতে শ্রীভীষ্মদেব এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীগর্গাচার্য শ্রীকরভাজন-প্রমুখ সুমেধোগণের কীর্ত্তিত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ" (দানধর্ম ১৪৯।৯২)—এই নাম এবং "ছন্নঃ কলৌ" (ভা ৭।৯।৩৮), শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ (ঐ ১০।৮।১৩), কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং (ঐ ১১।৫।৩২-৩৪) ইত্যাদি বন্দনার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে কলিকালে শ্যামরূপ ভগবান্ ছন্নলক্ষণে সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গরূপে কৃষ্ণের নামরূপগুণাদি বর্ণনকারী (কৃষ্ণবর্ণং) হয়েন—এই সকল সুমেধোগণের বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য এবং নিজের তিন বাঞ্ছা পূরণের জন্য "রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥" (চৈ চ ১।৪।২৬) শ্রীকৃষ্ণ অকৃষ্ণাঙ্গ (পীতবর্ণ) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পীতবর্ণটি হইতেছে কলিযুগাবতারীর স্বরূপ-(আকৃতিপ্রকৃতিগত) লক্ষণ এবং নামপ্রেম-দানটি তটস্থ-(কার্যগত) লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে শ্রীসনাতনের উক্তি—"পীতবর্ণ, কার্য প্রেম-নাম-সংকীর্তন। কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।"

ভরতমুনি বলেন, শৃঙ্গার রসের বর্ণ শ্যাম—"শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ" (নাট্যশাস্ত্র ৬।৪৩) এবং অদ্ভুত রসের বর্ণ পীত "পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ" (ঐ ৬।৪৪)। মহাভাব অদ্ভুতাদপি অদ্ভুত—পরম চমৎকারিতাময়। রসবিদ্‌গণের মতে চমৎকারিতাই রসের সার। সেই গলিতকাঞ্চনপীত মহাভাবসাগরের উদ্বেলনে শৃঙ্গার-রস-নীলাম্বুধিও আবৃত হইয়া পড়ে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের মতে সত্যযুগের ধ্যানধর্ম—শুক্লবর্ণ, ত্রেতার যজ্ঞধর্ম—রক্তবর্ণ, কলির নাম-সংকীর্তনধর্ম—পীতবর্ণ। নামসংকীর্ত্তন পরমচমৎকারপোষক বা তাহাই মহা-ভাবের স্বরূপ (উজ্জ্বলনীলমণির উপসংহার ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত) বলিয়াই হয়ত পীতবর্ণ। শ্রীনামসংকীর্তনৈক-পিতার বর্ণও পীত। মহাভাবের বর্ণ পীত—মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধার বর্ণ পীত। তাই স্বনামসংকীর্তনামৃতসেবী শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীকৃষ্ণ পীত।

"যতীনামুত্তংসস্তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ"

শ্রীরূপের শ্রীচৈতন্যাষ্টকে (১।৪, ২।২, ২।৫) এবং শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের সকল গ্রন্থেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসি-শিরোরত্ন অরুণ বর্ণ বসনধারী ইত্যাদি রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সন্ন্যাসীকে পূর্বাশ্রমের মাতাপিতার নামে পরিচয়-প্রদান শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অথচ সর্ববেদবেদান্তবিৎ শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্য্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।"—(চৈঃ চঃ ২।৬।২৫৮), যতিবর শ্রীপ্রবোধানন্দ "সন্ন্যাস-কপটম্" (চৈঃ চন্দ্রামৃত ১২), শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 'কপট-সন্ন্যাসী-বেশধারী' (চৈঃ ভাঃ ২।৯।১); শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ শ্রীরঘুনন্দন—"লম্পটগুরোঃ সন্ন্যাসবেশম্" —গোপবধূলম্পটের এই অবতারে সন্ন্যাসবেশ ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই সকল রসিক মহাজনের উক্তির শব্দধ্বনি কবিকর্ণপূর 'গৌর-আনা-ঠাকুর' শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যের বাক্য-প্রমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন—'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যাদি নাম্নাং নিরুক্ত্যর্থমেবৈতৎ" (শ্রীচৈঃ চঃ নাটক ৫।২২)।—শ্রীমহাভারতোক্ত শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনামে (৭৫) শ্রীভীষ্মদেবকর্ত্তৃক যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (দত্তাত্রেয়, বুদ্ধাদি আবেশাবতারের সম্বন্ধে নহে) সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত ইত্যাদি নাম

কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সার্থক করিবার জন্যই শ্রীলীলাপুরুষোত্তমের সন্ন্যাস-লীলা। নতুবা গোপবধূলম্পট, রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত ইত্যাদি নাম নিরর্থকই হইত। শ্রীপ্রবোধানন্দও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে (১৩৫) বলিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যের অন্তরের অনুরাগই বাহিরে অরুণবর্ণ-বসনাকারে প্রকাশিত। বিরহিণী রাই-উন্মাদিনীর অনুভাবের অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য সর্বচিত্তে শ্রীরাধাপাদপদ্মের রতিবিধান করিতেছেন (আনন্দী-টীকানুসারে)। শ্রীরূপ তৎকৃত শ্রীচৈতন্যাষ্টকে (১।৪) তরণিকরবিদ্যোতিবসনঃ—যেরূপ শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীরাধাষ্টকেও (৮) "অরুণদুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি" বাক্যে রাধারও অরুণ-বর্ণ বসনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও স্বয়ং বলিয়াছেন—"কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। যে-কালে সন্ন্যাস কৈনু ছন্ন হৈল মন॥" (চৈঃ চঃ ২।১৫।৫১) প্রেমই যাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, সেই-ব্রজনাগরী-বল্লভ কৃষ্ণের সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি? তিনি রাই-উন্মাদিনীর ভাবাচ্ছন্ন হইয়াই সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর "সেই বেষ কৈল" (চৈঃ চঃ ২।৩।৯) অথবা "আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী" (২।৮।৪৫) ইত্যাদি বাক্য হইতে বিভিন্ন মতবাদী বলেন, মহাপ্রভু ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু বা মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। বস্তুতঃ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর প্রাচীন ইতিহাসটি তিরস্কার সহ্য করিবার আদর্শ মাত্র। উক্ত গাথা শ্রবণের চরম ফল মনোনিগ্রহ পর্য্যন্তই (স্বামিপাদ ও চক্রবর্ত্তী)। পরাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডিবেশ ভিক্ষুর পক্ষে উপদ্রব-জনকই হইয়াছিল (শ্রীজীব ১১।২৩।৫৭)। পরমাত্মনিষ্ঠা—মুকুন্দ-(মুক্তি-ধিক্কারী প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণের) সেবা বা শুদ্ধা ভক্তি নহে। শ্রীরামানুজা-চার্য্যের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে স্বয়ং শ্রীবরদরাজের উক্তি—"মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্" (প্রপন্নামৃত ১০।৬৭) মুক্তির ইচ্ছুকগণের পক্ষে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস মোক্ষোপায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"কর্ম হইতে প্রেম-ভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা সম্বন্ধে অদ্বৈতাচার্য্যের ও গৌরপার্ষদগণের সিদ্ধান্তেরই প্রামাণ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ—শ্রীপাদপুরুষোত্তমাচার্য "তত্তদ্ভাববিলাসবান্" (গৌঃ গঃ ১৬০)—শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীরাধার যে যে ভাব, তাহাতে বিলাসবান্। শ্রীস্বরূপ ব্রজলীলায় শ্রীললিতা বা শ্রীবিশাখা। তাই তিনি শ্রীগৌরের শ্রীরাধাভাবে ছন্নতা বা উন্মত্ততারূপ সন্ন্যাস-লীলা দর্শনে পাগলপারা হইয়া যূথেশ্বরীর ভাবের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা চতুর্থাশ্রম-স্বীকার নহে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের অনুরাগে সন্ন্যাসকে তুচ্ছই করিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জপরাগ-রাগতস্তুচ্ছীচকার" (চৈঃ চন্দ্রোদয় ৮।১১)। শ্রীপ্রবোধানন্দ পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরস্বতীপাদ ব্রজলীলায় তুঙ্গবিদ্যা সখী (গৌঃ গঃ ১৬৩) ও শ্রীললিতাদির ন্যায়ই যূথেশ্বরী। সখীগণ শ্রীরাধার ভাবে বিলাসবতী হইলেও দাসী অভিমানিনী মঞ্জরীগণ (শ্রীশ্রীরূপসনাতন-রঘুনাথাদি বা শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়মাত্রই) শ্রীরাধার ভাবের অনুকরণ করেন না। এজন্য "স্বরূপের রঘু" বা "প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো গোপালভট্টঃ" প্রত্যেকেই শ্রীগৌরপরিকর ও পরমবিরক্ত হইয়াও স্ব-স্ব-গুরুদেবের ঐরূপ সন্ন্যাসের অনুবর্তন করেন নাই। শ্রীরূপানুগজন মাত্রেই সেই আদর্শ বরণ করিয়াছেন। 'শ্রীরাধাপ্রেমরূপ' চিরবিরক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-পাদও শ্রীগৌরাদেশে শ্রীক্ষেত্রবাস ও শ্রীগোপীনাথের সেবাবরণরূপ নির্লিঙ্গ 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস'ই প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য তৎকৃত "সন্ন্যাসনির্ণয়ে" (১, ৭, ৮, ১৬, ২১) কৃষ্ণভক্তগণের পক্ষে অন্য সন্ন্যাস কলিকালে সর্বথা নিষেধ করিয়া ব্রজগোপীগণের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানুভবার্থ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। "বিরহানুভবার্থং তু পরিত্যাগঃ প্রশস্যতে। কৌণ্ডিণ্যো গোপিকাঃ প্রোক্তা গুরবঃ সাধনং চ তৎ॥ সন্ন্যাস-বরণং ভক্তাবন্যথা পতিতো ভবেৎ।" অতএব সংস্কৃত-বল্লভদিগ্‌বিজয়-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী হইতে শ্রীবল্লভাচার্য্যের অন্তিমকালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ। বহু পূর্বেই পুরীপাদের তিরোধান হয়। শ্রীজীবপাদের শিক্ষা-শিষ্যবর শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-প্রভু ষড়্‌গোস্বামীর অকিঞ্চন বেষের কথা জানাইয়াছেন—

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবদ্
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোলমগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপসনাতনৌ-রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ॥

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত সাধকমাত্রকেই অর্চনাদি সর্বসাধনাঙ্গের অগ্রে যে শ্রীগুরুমূর্তি স্মরণ করিতে হয় তাহাতে "**শুক্লাম্বরধরং** গুরুং ধ্যায়েৎ" ইত্যাদি বাক্যে (শ্রীগোপালগুরুপদ্ধতি ২৮৯) এবং "কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ," "শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জয়েৎ" (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৫, ১৫৫ ধৃত শাস্ত্রবাক্য) ইত্যাদি প্রমাণে বৈষ্ণবগুরু ও শিষ্য উভয়েরই কাষায় বস্ত্র নিষেধ ও শুক্লবস্ত্র পরিধানের বিধি দৃষ্ট হয়। "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়।" (চৈঃ চঃ ৩।১৩।৬১)। "বিষ্ণুর্ভক্তির্ভজনীয়োঽস্যেতি বৈষ্ণবঃ" (দুর্গমসঙ্গমনী ৪।৩।৫৩) যিনি বিষ্ণুভক্তিমান্ ও বিষ্ণু-দেবতাক, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলে। বিষ্ণুভক্তির আশ্রয়কারী ব্যক্তি মাত্রের পক্ষেই কাষায় বস্ত্র ধারণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। "শ্বেতং ধার্য্যং প্রযত্নতঃ, ন রক্তং মলিনং তথা॥" (বিষ্ণুধর্মে)।

বর্ণাশ্রমধর্ম ও শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।১৮৬) "মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্মাধিকারিতা" ইত্যাদি এবং (১।২।২৪৬) "সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্মণাম্" ইত্যাদি কারিকায় শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন, শ্রীভগবন্নাম-জপাদি ভগবানে অর্পিত না হইলেও স্বরূপতঃই শুদ্ধভক্তি, কিন্তু বর্ণাশ্রমাদি-কর্ম ভগবানে অর্পিত হইলেও শুদ্ধভক্তি (জ্ঞান কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত) হয় না বলিয়া তাহা স্বমত (শ্রীরূপের মত) নহে। "বর্ণাশ্রমাচারকর্মণোঽর্পণেঽপি ন শুদ্ধভক্তিত্বমিতি, সুতরাং ন তৎ স্বমতম্; জ্ঞান-কর্মাদ্যনাবৃতত্বেনোক্তত্বাৎ" (শ্রীজীব ও চক্রবর্তি-টীকা ১।২।১৮৬)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৮।৩৭) মোক্ষার্থিগণের জন্যই ভগবদর্পিত-বর্ণাশ্রমের কথা উক্ত হইয়াছে। "স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ"—মদ্ভক্তিযুতো মদর্পণেন কৃতঃ (শ্রীধরঃ), নিঃশ্রেয়সকরঃ নির্বাণমোক্ষপ্রদঃ (চক্রবর্তী)—বর্ণাশ্রম-ধর্ম ভগবদর্পিত

হইলে নির্বাণমোক্ষপ্রদ হয়। উড়ুপীতে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য বলিয়াছিলেন,—বর্ণাশ্রম-ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। (চৈঃ চ ২।৯।২৫৬—৫৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত মাধ্বমতের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন,—কর্ম-নিন্দা, কর্মত্যাগ সর্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥ (ঐ ২৬৩)। শ্রীমধ্বাচার্য প্রেমভক্তির কোন কথাই বলেন নাই, পঞ্চবিধা মুক্তিকেই 'মহাপুরুষার্থ' (শ্রীমধ্বকৃত গীতাভাষ্য ২।২৪) বলিয়াছেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (৯৯ অনুচ্ছেদ) শ্রীজীবপাদ—কলিকালে স্বভাবতঃই কলুষচিত্ত বর্ণাশ্রমীর আয়ুর ব্যর্থতা ও বর্ণাশ্রমের অবশ্যম্ভাবী ব্যভিচারের কথা জানাইয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণেও (৩৮।২৫-২৬) কলিতে বর্ণাশ্রম ধর্মের অপরিহার্য্য ব্যভিচারের কথা বর্ণন এবং সন্ন্যাসাদিধর্ম নিষেধ করিয়া শ্রীনারদ সর্বকলিবাধাপহারক এক মুখ্য ধর্মের কথা বলিয়াছেন—"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।" শ্রীনারদাবতার শ্রীবাসের ভবনেই স্বয়ং শ্রীনামীর নাম-সংকীর্তন-রাসস্থলী প্রকাশিত হয়। কাশীবাসী শ্রীচৈতন্যকৃপালব্ধ সন্ন্যাসিগণও স্বীকার করিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাক্য দৃঢ় সত্য মানি। কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥ হরের্নাম শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান। সেই সত্য সুখদার্থ পরমপ্রমাণ॥" (চৈঃ চ ২।২৫।২৮-২৯)।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (১১।১৭।৩৮) "গৃহং বনং বোপবিশেৎ" ইত্যাদি উক্তি অনুসারে ভগবদ্ভক্তের কোন আশ্রম-নিয়ম বা আশ্রম-সমূহের ক্রমবিপর্য্যয়ে দোষ-প্রসঙ্গ নাই। ইহা শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ উভয়েই উক্ত শ্লোকের টীকায় প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ভগবদ্ভক্তস্য ব্যুৎক্রমেণাশ্রমিতয়া অনাশ্রমিতয়া বা স্থিতৌ ন কোঽপি দোষঃ।" এমন কি, ভক্তিপ্রতিকূল সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের আদর্শ দৃষ্টান্ত শ্রীমহাভারতে (শান্তিপর্বে রাজধর্মপর্বে ১১।২ শ্লোকে) শ্রীঅর্জুনের উক্তি ও সমর্থনে দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরঘুনাথপুরীর পূর্বের 'পুরী' সন্ন্যাস নামাদি ত্যাগ করিয়া আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ নামে খ্যাতির কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১১।৪২) ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে

(৩।৫।৭৪৬) উক্ত হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ তোষণীতে (১০।৮০।৩০, ১০।৮৪।৩৮) ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ সারার্থদর্শিনীতে (১০।৮০।৩০) ভক্তিপ্রতিকূল আশ্রম ত্যাগের ও অনুকূল আশ্রম গ্রহণের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রায়শঃ অন্যান্য বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধকমাত্রেই আশ্রমাদির কোন না কোন প্রকার শাস্ত্রীয় ও স্বকল্পিত চিহ্নাদি ধারণ করেন। দ্বিজ ব্রহ্মচারীর কাষায়, মাঞ্জিষ্ঠ ও হারিদ্র বস্ত্র ধারণাদি, বানপ্রস্থের নখ-শ্মশ্রু-ধারণাদি, সন্ন্যাসীর মৃগচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, কাষায় বস্ত্র বা ত্রিদণ্ডধারণাদি, কোন কোন সম্প্রদায়ে ভস্মলেপন, জটাজূট, কাষ্ঠকৌপীন ধারণাদি কোনটিই শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ স্বীকার করেন নাই। এমন কি, শ্রীচৈতন্যদেব গুরুস্থানীয় শ্রীব্রহ্মানন্দভারতীর চর্মাম্বর পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন। শুদ্ধভক্তিপথে প্রবিষ্ট হইয়া কর্মজ্ঞান-যোগাদিমিশ্র ভক্তিপথের কোনরূপ আচার ও চিহ্নাদি শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ অনুবর্তন করেন নাই। শিখাধারণ, তুলসীমালা-ধারণ, ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধারণ, ভগবন্নামা-ক্ষরধারণাদি ভক্তিসদাচার-সমূহ হরিতোষণপর শুদ্ধভক্ত্যঙ্গ বলিয়াই কর্মজ্ঞানাঙ্গ লিঙ্গের ন্যায় কখনও কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ ভক্তিযাজী শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ পরিত্যাগ করেন না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বিরক্তবেষ গ্রহণকালে সূত্র ত্যাগ করেন, কিন্তু শিখা ত্যাগ করেন না। জ্ঞানী সন্ন্যাসী সূত্রের ন্যায় শিখাও ত্যাগ করেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে যে স্ত্রী-শূদ্রাদির (সর্বেষামেব) দ্বিজত্ব বা বিপ্রতা লাভের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও লৌকিক দ্বিজ বা বিপ্রের ন্যায় সূত্র ধারণের বিধি ও সদাচার নাই, তাহা শ্রীজীবপাদ দুর্গমসঙ্গমনীতে (১।১।২১) সর্বথা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু লৌকিক দ্বিজত্বের বা বিপ্রতার বাহ্য লিঙ্গরূপ উপনয়নাদি না হইলেও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রীশূদ্রাদির শ্রীশালগ্রামার্চনে অধিকার, গোপালতাপনীশ্রুতি প্রভৃতি বেদপাঠে অধিকার হয়, ইহাই বিপ্রতার দ্যোতক। অপরপক্ষে অনুপনীত লৌকিক ব্রাহ্মণবটুর ও ব্রাহ্মণীর যজ্ঞাদি কর্মে অধিকার হয় না (পূর্বমী ৬।১।২৪ সূত্র)। ইহাই কর্মজ্ঞানাদি পথের লিঙ্গের সহিত হরিতোষণৈকপর ভক্তিসদাচারের পার্থক্য।

বেদপ্রতিপাদ্য এবং তত্তদধিকারীর উপযোগী (ভা ১১।২০।২৬, ১১।২১।২) বর্ণাশ্রমধর্মের বিপর্যয়-সাধন বা হরিকথায় রুচিবিশিষ্ট ভক্ত্যধিকারীর শিশুশ্রেণীর কর্মাধিকার লইয়া জীবন অতিবাহিত করিবার উপদেশ মহাপ্রভু প্রদান করেন নাই; তিনি রামানন্দ-সংবাদে বর্ণাশ্রমধর্মকে ভাগবতধর্মের সর্বপ্রথমসোপানরূপে নিরূপণ করিয়া উহার যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। অপরের অপ্রদেয় যে চরমসাধ্যবস্তু প্রদান করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা কর্মজ্ঞানাদিমিশ্র সাধনের প্রাপ্য নহে, একমাত্র নামসংকীর্তনপ্রধানা রাগময়ী উত্তমা ভক্তির দ্বারাই লভ্য।

শ্রীরূপানুগ ভজন

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ—মনঃশিক্ষায় (১২শ শ্লোকে) বলিয়াছেন—**সযূথ-শ্রীরূপানুগ** ইহ ভবন্ গোকুলবনে জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজন-রত্নং স লভতে”—সাধক যূথসহ শ্রীরূপানুগ হইলে এই গোকুল-বনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করিতে পারেন। শ্রীরূপের যূথ বা গণের সহিত শ্রীরূপের অনুগ হইতে হইবে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।১৮।৪৮-৫৩) শ্রীরূপের গণের (শ্রীমথুরায় শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের গৃহে শ্রীগোপালদর্শন-কালে) একটি তালিকা দিয়াছেন। শ্রীসাধনদীপিকায় (৮ম কক্ষায়) প্রামাণিক বাক্যের একটি উদ্ধৃতিতে দৃষ্ট হয়—

> গোপাল-ভট্টো রঘুনাথ-দাসঃ শ্রীলোকনাথো রঘুনাথভট্টঃ।
> রূপানুগাস্তে বৃষভানুপুত্রী-সেবাপরাঃ শ্রীল-সনাতনাদ্যাঃ॥

“শ্রীরূপের গুরুদেব হইয়াও শ্রীসনাতন তাঁহার সকল গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে[১০] এবং বিভিন্নস্থানে বিশেষ প্রীতি ও গৌরবের সহিত শ্রীরূপপাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন[১১] এবং শ্রীরূপানুগগণও শ্রীরূপাগ্রজরূপেই শ্রীসনাতনের নামোল্লেখ অধিকাংশ স্থলেই করিয়াছেন।

১০। অবতীর্ণো ভক্তরূপেণ (বৃঃ ভা ১।১।৩) শ্রীসনাতন-টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। বিবৃতং চৈতন্যদনুজবরৈঃ শ্রীরূপ-মহাভাগবতৈঃ (তোষণী ১০।৩২।৮)।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির সখীপ্রকরণে (৮৮ শ্লোক) মণিমঞ্জরীর আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই আদর্শে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাতেই যাঁহাদের অকপট আনন্দ, অন্য কিছুতেই নহে ; এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রার্থিত বা শ্রীরাধার দ্বারা প্রেরিত বা গুরুবর্গের বিশিষ্ট প্রলোভনের দ্বারা প্ররোচিত হইলেও শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গসুখকেই আত্মসুখপ্রাপ্তি হইতে অধিকতর জানিয়া সেই শ্রীরাধার দাসী (মঞ্জরী) কখনও অভিসারে স্পৃহা করেন না। শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সখীগণের মধ্যে শ্রীরূপমঞ্জরীই প্রধানা। সেই শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রমুখা শ্রীরাধাস্নেহাধিকা সেবাপ্রাণা সখীগণের যে নায়িকাত্বনিরপেক্ষ শ্রীরাধা-সৌখ্যমাত্রকামময় সখীভাব, সেই সখীভাবের আনুগত্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদেয় চরমসাধ্য বস্তু লাভ হয়। অতএব শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজনপদ্ধতি কেবল রাগানুগা বা তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা নহে, তাহা শ্রীরূপানুগাভজনপদ্ধতি। শ্রীরূপানুগ না হইয়াও যে রাগানুগ বা তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা ভজন তাহাতে পরম অতুল সাধ্যবস্তু লাভ হইবে না। (সাধনদীপিকা ৮ম ও ১০ম কক্ষা)।

মহাজন পথ ও মত

"সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।" "মহাজনের যেই পথ, তা'তে হব অনুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার॥"—শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই কয়েকটি উক্তি শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথের পথিকগণের ধ্রুবতারা-সদৃশ। শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এতৎপূর্বকথিত "গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদি করি মহাশক্য" প্রতিজ্ঞাটিও অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উক্তিও যদি (শ্রীরূপানুগ) স্বসম্প্রদায়ের মূল মহৎ (ষড়্‌গোস্বামী) ও শাস্ত্রবাক্যের (তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রের) সহিত সঙ্গত না হয়, তবে তাহা স্বীকার্য্য নহে। পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মহাজনগণের প্রদর্শিত পথের বিচার করিয়া মহাজনের পথেই অনুরক্ত হইতে হইবে। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেন, রাগানুগমার্গে দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিগণ, বৃহদ্বামনপুরাণোক্ত শ্রুতিগণ এবং চন্দ্রকান্তি-জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-বিল্বমঙ্গলাদি মহদ্‌গণই পূর্বমহাজন আর ষড়্‌গোস্বামী পরমহাজন।

পূর্বমহাজনগণ অধিকাংশই কৃপাসিদ্ধ এবং তাঁহাদের সকল আচরণ ও প্রবর্ত্তিতশাস্ত্র সকলের অধিকারোচিত ও গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপার্ষদ ষড়্‌গোস্বামী নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন হইয়াও সাধনসিদ্ধের রীতি স্ব স্ব চরিত্রে প্রকাশ এবং সর্বপ্রকার সাধকের উপযোগী শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া লোক-শিক্ষা দিয়াছেন। বিশেষতঃ মহামহৎরূপে প্রচ্ছন্ন স্বয়ংভগবান্ সর্ব-ভগবৎস্বরূপের পরিকরসহ অবতীর্ণ হইবার পর কলহযুগে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও চির-বিবদমান মহাজন-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। এজন্য সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই সমষ্টি-মহাজন (চৈঃ চঃ ২।২৫।৫৭)। অতএব শ্রীচৈতন্যচরণানুচর ষড়্‌গোস্বামীর পদাঙ্কিত পথই ব্রজপ্রেমলিপ্সুগণের অনুসরণীয় মহাজনপথ। তদ্ব্যতীত বা তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রষ্ট, স্ব-স্ব-কল্পিত যাবতীয় মত ও পথই নবীন মত ও নবীন পথ। (এতৎসহ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনীর শাস্ত্র-প্রমাণ-প্রকরণটি বিশেষ আলোচ্য)। শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন, (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১০২)—"ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে। বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে॥"—আধুনিক মতানুবর্ত্তিগণের শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তির ন্যায়, যাহা প্রতীত হয়, তাহা অবিচারপ্রসূত ও মহাজন-শাস্ত্রানুগত নহে বলিয়া ঐ ভক্তি বৈধী বা রাগানুগা ত নহেই, পরন্তু মহাজনপথের অনাদরে কল্পিত হওয়ায় তাহাতে কুমার্গে গতিই অবশ্যম্ভাবী।

ষড়্‌গোস্বামিবৃন্দের অপ্রকটের কিছুকাল পরে গোস্বামিশাস্ত্র ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মজ্ঞ এক মহাপণ্ডিত, ত্যাগী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি শ্রীরূপের প্রকৃত মত ও পথের অনুসরণকারিরূপে আপনাকে দাবী করিয়া স্বীয় শ্রীরূপানুগ দীক্ষা-শিক্ষা-গুরুবর্গের তিরোধানের সুযোগে এক নূতন মতপ্রচারক সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। তিনি শ্রীরূপের "তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্যা ব্রজলোকানুসারতঃ" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯৫) বাক্যের প্রমাণে ব্রজস্থ শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতির অনুকরণে সাধকদেহেও কায়িকী সেবা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করেন।[১২] সুতরাং

১২। রূপ-কবিরাজকৃত সারসংগ্রহঃ—সাধনচতুষ্টয় প্রঃ, কলিকাতা বিশ্ববিঃ। ১৫১-১৬১ পৃঃ

অবিচ্ছিন্ন ধারায় মন্ত্রগুরুর গ্রহণ, শালগ্রাম বা তুলসী সেবাদি যখন গোপীগণ করেন নাই, তখন তাহা কর্তব্য নহে, প্রতিপাদন করেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থাদিতে শ্রীরূপরঘুনাথের প্রতি মৌখিক ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন এবং শিক্ষা-গুরুবর্গকেই (দীক্ষাগুরুপরম্পরা নহে) নিজ গুরুরূপে স্থাপন করিয়া প্রকৃত রূপানুগ-মত নামে উক্ত নবীন মতবাদ প্রচার করেন। শ্রীনামের ও শ্রীনাম-পরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ-ফলে ঐরূপ উপশাখার উদ্ভব হয়। (শ্রীনরোত্তম-বিলাসের 'গ্রন্থকর্তার পরিচয়' প্রকরণ এবং রূপকবিরাজকৃত 'সারসংগ্রহ' দ্রষ্টব্য)। বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ দুর্গমসঙ্গমনীর প্রমাণদ্বারা উক্ত মত খণ্ডনকরিয়াছেন।[১৩]

শ্রীশ্রীজীবপাদের অনুশাসন

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ স্বয়ং, গোস্বামিবৃন্দ সকলেই এবং রূপানুগ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক আচার্যই মহান্ত-মন্ত্রগুরু গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে (২১০ অনু) বলিয়াছেন,—শ্রবণগুরু ও ভজনগুরু আশ্রয় করাই যখন একান্ত আবশ্যক, তখন মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয়ের যে অবশ্য কর্তব্যতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য—"অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব।" প্রীতি-সন্দর্ভে (২৯৫ অনু) স্কান্দরেবাখণ্ড হইতে "তুলসি গোপীনাং রতিহেতবে" ইত্যাদি প্রমাণে তুলসী-সেবা গোপীগণের পূর্বরাগ আবির্ভাবের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে যাঁহারা হিন্দী কাব্য রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অষ্টছাপের আটজন কবি (সুরদাস, কুম্ভনদাস, পরমানন্দদাস, কৃষ্ণদাস, নন্দদাস, চতুর্ভুজদাস, গোবিন্দস্বামী ও ছীতস্বামী) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা অষ্ট সখা-সখীর অবতার বলিয়া প্রচারিত। শুনা যায়, ইঁহাদের দিনের বেলায় সখাভাব, রাত্রিতে সখীভাব। অনেকে পুষ্টিমার্গীয় বলিয়া পরিচিত। পুষ্টিমার্গে কিন্তু পরকীয়া ভাবের কথা নাই এবং রাধাকৃষ্ণ যুগল-লীলায় উপাসনারও প্রাধান্য নাই। শ্রীজীবপাদের অনুশাসনগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইবার ফলেই রূপানুগ সাধনপ্রণালীর নানা প্রকার বিকৃত অনুকরণ যুগধর্মবশতঃ হইতেছে।

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত ভক্তিসারপ্রদর্শিনী—১।২।২৯৫

শ্রীরূপানুগগণের আদর্শ চরিত্র

নির্মৎসর সাধুগণের আচরিত সর্বকাপট্যরহিত পরম ধর্মই ভাগবতধর্ম। শ্রীজীবপাদ কৌটিল্যকে পরম দুর্নিবার অপরাধের কার্য বলিয়াছেন (ভক্তিস ১৫৩)। 'কৌটিল্য' নামে প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ চাণক্যের নীতিতেও রাজার আনুকূল্য 'বিষ' বলিয়া কথিত। শুদ্ধ হরিভজন-প্রয়াসীর মধ্যে বিষয়ীর সংস্পর্শজনিত বিষয়হলাহল[১৪] এবং নামাপরাধ-কালকূটের সংমিশ্রণ ঘটিলে আর রক্ষা নাই। সেবার আনুকূল্য-সংগ্রহের ব্যপদেশে বিষয়ীর বিষসংগ্রহ, তাঁহাদের তোষামোদ, মহাপ্রভুর কথা প্রচারের মুখোসে নিজ নাম প্রচারের অভিসন্ধি, ঐকান্তিক গুরুভক্তির পোষাকে মাৎসর্য্য ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা, পরোপদেশে ও পর-দোষ-প্রদর্শনে পাণ্ডিত্য, কিন্তু নিজ আচরণে অন্যরূপ, ভক্তির বাস্তবানুশীলন না করিয়া স্ব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌখিক গর্ব, অপরের ভক্ত্যনুষ্ঠানমাত্রের ছিদ্রানুসন্ধান, পারমার্থিকের সহিত রাজনৈতিক কূট ব্যবহার, শাস্ত্রের সহজ অর্থের ব্যাখ্যান্তর ও ভগবৎপার্ষদের পাতিত্যকল্পনা, বাহ্যে পূজা কিন্তু অন্তরে অশ্রদ্ধা ইত্যাদি চিত্তবৃত্তি ভীষণ অপরাধের ফলজাত কৌটিল্যের উদাহরণ।

কুটিল ব্যক্তিগণের ভক্তির অনুবৃত্তিও হয় না। "কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতি। ন হি কুটিলাত্মনাং ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্তনং স্মরণং তথা।" (ভক্তিসঃ ১৫৩)। "কৃষ্ণং কীর্তয়তস্তথানুভজতঃ সাশ্রূন্ সরোমোদ্গমান্। বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমান্ বত কদা বীক্ষামহে বৈষ্ণবান্॥ (চৈঃ চন্দ্রোদয় ২।১১)।

শ্রীরূপপাদ পদ্মপুরাণের প্রমাণ হইতে (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২২) বলিয়াছেন, ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহার লেশও থাকিলে ভক্তি রসতা লাভ করিতে পারে না। "ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।" মহাপ্রভু স্বয়ং "ন ধনং ন জনং" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন এবং শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন (ঐ ১।২।২৫৯)—ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে।

১৪। প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন। বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ ইত্যাদি (চৈঃ চঃ ।১২।৫০-৫২)

বিদূরত্বাদুত্তমতা হান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥—ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ঐ স্থানে ভক্তি-শৈথিল্য বশতঃ উত্তমতার হানি হয়। "জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতমিত্যাদি গ্রহণেন শৈথিল্যস্যাপি গ্রহণাদ্ ইতি ভাবঃ (শ্রীজীব)।—জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত, এই বাক্যের 'আদি' শব্দে শিথিলতাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবদ্-বহির্মুখ অন্যান্য গ্রন্থের অনুশীলন, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদির দ্বারা জীবিকা-সংগ্রহ ও মঠাদি ব্যাপারের প্রয়াস রূপপাদ ভাগবত-(৭।১৩.৮) প্রমাণ উল্লেখে সর্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন। ভক্তিদ্বারা জীবিকা ও প্রতিষ্ঠাদি অর্জনকারীকে নিষ্কাম বা শুদ্ধভক্ত বলা যাইবে না। ঐহিকং-নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা জীবিকা-প্রতিষ্ঠাদ্যুপার্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্ "**বিষ্ণুং** যো **নোপজীবতি**" ইতি গারুড়ে **শুদ্ধ-ভক্তলক্ষণাৎ**। ভাগবতেও (৭।৯।৪৬) ইহার সমর্থন দৃষ্ট হয়। (ভঃ সঃ ১৬৯)।

কর্মজ্ঞানাদি-মিশ্রা ভক্তির প্রচারক আচার্যগণ মঠাদি ব্যাপারের অনুবর্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ উহার অনুসরণ করেন নাই। ষড়্-গোস্বামীর কোনও মঠ নাই, শ্রীস্বরূপদামোদর-শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ-শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ পর্যন্ত কোনও বিরক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যই মঠাদি ব্যাপারের প্রয়াস করেন নাই। "দেবসেবা ছল করি বিষয় নাহি কর। বিষয়েতে রাগ দ্বেষ সদা পরিহর॥ মঠ-মন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস॥" ইত্যাদি। (শ্রীভক্তিবিনোদ প্রচারিত প্রেমবিবর্ত)। আচার্যশিরোমণি শ্রীজীবপাদ একজনও মন্ত্রশিষ্য[১৫] বা মঠাদি স্থাপন না করিলেও তাঁহার দ্বারাই মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা বিশ্বে সর্বাধিক প্রচারিত হইয়াছে।

ফলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীজীব-শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীরঘুনাথ-দাসাদি যাঁহার দীক্ষা ও শিক্ষা-শিষ্যবৃন্দ; শ্রীভূগর্ভ-শ্রীলোকনাথ শ্রীগোপালভট্ট-প্রমুখ নিষ্কিঞ্চন ভক্তিরসিকগণ যাঁহার নিজজন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-শ্রীহরিদাস

১৫। তেষাং (শ্রীজীবপাদানাং) মন্ত্রশিষ্যাকরণাৎ—সাধনদীপিকা ৯ম কক্ষা।

পণ্ডিত-শ্রীগোবিন্দগোস্বামী-শ্রীযাদবাচার্য, শ্রীভগর্ভশিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ-শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজাদি শত শত মহদ্‌গণ যাঁহার শিষ্যানুশিষ্য-সম্প্রদায় সেই রূপপাদপদ্মের অসমোর্ধ্ব মাহাত্ম্য কোনদিন কোনরূপ বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রচার করিতে হয় নাই। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্বাহ্য অকপট আদর্শ চরিত্র ও অপূর্ব ভজনাদর্শই শ্রীরূপপাদপদ্মের শ্রীচরণ-নখজ্যোতির সৌন্দর্যে বিশ্বকে আকর্ষণ করিতেছে। শ্রীরূপকে অগ্রণী করিয়া যাঁহার পরিকরমণ্ডল অবস্থিত, সেই অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব যে পরতত্ত্বসীমা তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ পরিকরবৈশিষ্ট্য স্বয়ংরূপতত্ত্ব ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভব নহে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ স্বকৃত মনঃশিক্ষায় "অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতি-সর্বস্বহরণীঃ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা আমাদিগকে অসদ্‌বার্তা-গ্রাম্যকথা, প্রজল্প, পরচর্চা, এমন কি মুক্তিকথা, অধিক কি ঐশ্বর্যমার্গীয় ভক্তির কথা হইতে দূরে থাকিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনকারীর তাহা আনুষঙ্গিক-ভাবেই সিদ্ধ হয়। শ্রীদাস গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—প্রতিষ্ঠাশারূপা কুকুরমাংসভোজিনী জাতীয়া নির্লজ্জা কামিনী হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকিলে পবিত্র সাধুস্বরূপ যে প্রেম, তাহা কিছুতেই হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না। কনক-কামিনীর প্রতি সময়ান্তরে বিরক্তি আসে, কিন্তু যশঃকামনার প্রতি মহাজ্ঞানীরও, সর্ববিষয়-বিরক্তেরও বিরক্তির উদয় হয় না। 'দেহান্তে লোক খ্যাতিগান করিবে" এই আশা সর্বত্যাগ করিয়াও আমরা ত্যাগ করিতে পারি না। ইহা সর্ব অনর্থের মূল। (মনঃশিক্ষা ৭, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২০।৩৭০)। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীসদাশিবতনুজ পরমারাধ্যপাদ শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহে' ভাগবতের (৪।১৫।২৩-২৬) শ্রীপৃথুচরিতের আদর্শ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "**ভগবদ্ভক্ত আত্মস্তবনমপি ন সহতে**"— ভগবদ্ভক্ত আত্মপ্রশংসাও সহ্য করেন না। সার্বভৌম সম্রাট্ শক্ত্যাবেশাবতার পৃথুমহারাজ বলিয়াছেন, সর্বদাই স্তবনীয় উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ বর্তমান থাকিতে এবং মহাপুরুষ ভগবানের গুণসমূহ নিজে শিরোভূষণ করিতে

পারিলে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তি (সদ্‌গুণসমূহ থাকিলেও) নিজ অনুগত ব্যক্তিগণেরও কৃত স্তব শ্রবণ করেন না। প্রসিদ্ধ, সমর্থ ও পরমোদার ব্যক্তিগণ নিজস্তবে লজ্জাবোধ করিয়া উহার নিন্দাই করিয়া থাকেন। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তবাত্মক দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক পাঠ করিয়াই পত্রটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত ভক্তের আচরণলীলায় এই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসিদ্ধ-প্রণালী

শ্রীরূপানুগধারার সদাচারানুসারে শ্রীমন্ত্রগুরুদেব কৃপাপূর্বক দীক্ষা দানকালেই সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান-প্রতিপাদক সিদ্ধ-প্রণালী প্রদান করেন। "দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানম্, তেন ভগবতা সম্বন্ধ বিশেষ-জ্ঞানঞ্চ (শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ২৮৩ অনু)—দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-শব্দে শক্তিযুক্ত মন্ত্রে সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান এবং সেই মন্ত্রের দেবতা শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষ জ্ঞান বুঝিতে হইতে। শ্রীরূপানুগধারায় প্রদত্ত কিশোর-গোপালমন্ত্রের দেবতার সহিত যে সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞান, তাহা শ্রীপদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৫২।৭-১১) উক্ত হইয়াছে। তাহাই শ্রীগোপীজনবল্লভের সহিত শ্রীমন্ত্রগুরু-রূপা সখীমঞ্জরী-কর্ত্তৃক সাধক-মঞ্জরীর সম্বন্ধ-নাম-রূপ-বয়ঃ-বেশাদির ভাববিশেষ জ্ঞানের সঞ্চার। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীগুরুদেবাষ্টকে (৬)—নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধৈর্যাঃ" ইত্যাদি শ্লোকেও তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে (ভাঃ ১১।১৫।২৬) বলিয়াছেন—

যথা সঙ্কল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎসমুপাশ্নুতে॥

'যথা'স্থানে 'যদা' পাঠান্তরে অকালে কালেঽপি বেত্যর্থঃ (চক্রবর্তী)। কালেই হউক, আর অকালেই হউক অথবা যেপ্রকারেই হউক, সত্যসঙ্কল্প আমার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া পুরুষ মনে যেরূপ সঙ্কল্প করে, সেইরূপই স্বাভীষ্ট লাভ করে।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থক ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৩।১৪।১), বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(৪।৪।৫), শ্রীগীতা (৮।৬) ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে (৫১ অনু) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—'সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা।' কিন্তু অজাতরতি সাধকের পক্ষে সিদ্ধদেহের চিন্তা ও তদনুরূপ অভিমান কি ব্যর্থ নহে ? এখানে জ্ঞাতব্য এই, শ্রীরূপানুগধারায় শ্রীমন্ত্রগুরুদেব অজাতরতি সাধক-শিষ্যকেও শাস্ত্রপ্রমাণ ও সদাচারানুবর্ত্তনে যে সিদ্ধ-প্রণালী প্রদান করেন, তন্মধ্যে নামসংকীর্ত্তনের অধীনরূপেই স্মরণের উপদেশ—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (চৈঃ চঃ ৩।৬।২৩৭)—অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ শ্রীজীবপাদও তাহাই বলিয়াছেন,—শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ **নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ** (ক্রমসন্দর্ভ ৭।৫।২৫ ও ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৫)—যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে নামকীর্ত্তন অপরিত্যাগে স্মরণ করিবে। নামকীর্ত্তন চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। কিন্তু স্মরণমাত্রেই (শ্রীনামস্মরণও) চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষাযুক্ত। "নাম-স্মরণন্তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে" (ঐ ২৭৬)।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার যথাক্রম-পরিপাটীতে স্মরণ বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ স্মরণের মধ্যেও শ্রীনামেরই স্মরণ হইবে সর্বাগ্রণী। স্মরণ পাঁচ প্রকার—(১) স্মরণ, (২) ধারণা, (৩) ধ্যান, (৪) ধ্রুবানু-স্মৃতি এবং (৫) সমাধি। যথাকথঞ্চিদ্‌ভাবে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার অনুসন্ধানই হইতেছে 'স্মরণ'। ইহাই ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে গাঢ়তম অবস্থায় 'সমাধি'। লীলাযুক্ত শ্রীভগবানে তাঁহার লীলা ব্যতীত অন্য কিছুর স্ফূর্তি না হওয়াই সমাধির লক্ষণ—"ক্বচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্নন্যাস্ফূর্তিঃ সমাধিঃ স্যাৎ।" কিন্তু অজাতরতি ও অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যথাকথঞ্চিদ্ ভাবেও শ্রীভগবন্নাম-রূপাদির অনুসন্ধানরূপ স্মরণ সম্ভব নহে। স্মরণে বা ধ্যানে চিত্তের স্থৈর্য্য একান্ত প্রয়োজন। নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই প্রথমেই হয়—"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্"—"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তিসাধন উদ্গম॥" অতএব অজাতরুচি সাধকেরও শ্রীনামসংকীর্ত্তনরূপ অঙ্গী ভজনের

ফলেই স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিকাশ ও তাহাতে আবিষ্টতা হয়। ইহাই শ্রীরূপের শ্রীউপদেশামৃতের উপদেশ-সার।

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা" (উপদেশামৃত ৭ম) এবং "তন্নাম-রূপ-চরিতাদি" (ঐ ৮ম) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরূপ-পাদ বলিয়াছেন, অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা উত্তপ্ত জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর নামলীলাদিরূপ উত্তম মিছরিও তিক্ত বোধ হয়; কিন্তু আদরের সহিত প্রত্যহ সেই শ্রীনাম-লীলাদি-মিছরিই সেবিত হইলে অবিদ্যা-রোগের মূল বিনাশ করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা স্বাদু বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তন-মুখে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণরূপ-লীলাদির সুষ্ঠু (নিরপরাধে) কীর্ত্তনে ও অনুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে নিয়োগ করিয়া সমর্থ পক্ষে দৈহিকভাবে, অসমর্থ পক্ষে মানসে ব্রজে অবস্থানপূর্ব্বক ব্রজানুরাগী জনের সাধকদেহে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদির ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুবর্গের এবং সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীগুরুরূপা সখীমঞ্জরীর আনুগত্যে নিখিল কাল (অষ্টকাল) যাপন করিবে, ইহাই উপদেশ-সার। অতএব একান্ত নামাশ্রয়ী হইয়াই শ্রীরূপানুগসিদ্ধ প্রণালীর সেবা শ্রীরূপের উপদেশ-সার-নির্য্যাস।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র সর্ব্বপ্রথম গীতিটির মধ্যেই শ্রীরূপানুগ-ভজন-পরিপাটি সুসংক্ষেপে সম্পুটিত রহিয়াছে। শ্রীরূপানুগ-ভজনকারীর প্রথমেই গৌরাঙ্গনাম-কীর্ত্তন। গৌরনাম-কীর্ত্তনানুশীলনে অপরাধের অপগমে চিত্তদ্রবের প্রথম-চিহ্ন দেহে পুলকের আবির্ভাব। "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।" তৎপরে "হরি হরি" (আত্মহরি [ভা ১০।৭২।১৫])—শ্রীগৌরহরি ও শ্রীকৃষ্ণহরি এই দুই হরিনামের পুনঃপুনঃ কীর্ত্তনে বিশিষ্টচিত্তদ্রবের চিহ্ন আনন্দাশ্রুকলার উদ্গম, "হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর।" "রোমহর্ষস্তাবৎ যৎকিঞ্চিচ্চিত্তদ্রবস্য চিহ্নম্, আনন্দাশ্রুকলা তু বিশিষ্টস্য তস্য চিহ্নম্" (ক্রমসন্দর্ভ ১১।১৪।২৪)। শ্রীগৌরকৃষ্ণনামপ্রেমপ্রদাতা নিতাইচাঁদ—সমষ্টিমন্ত্রগুরুদেব। শ্রীনামই শ্রীনিত্যা-নন্দাশ্রিত ব্যষ্টিমন্ত্রগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করাইয়া 'পাপ-সংসারনাশন' এবং চিত্তশুদ্ধি ও সর্ব্বসাধনভক্তির উদ্গম করাইয়া থাকেন। "আর কবে নিতাইচাঁদ

করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব সেই বৃন্দাবন॥” “কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিত্তদ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্ আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্যঞ্চ।” (প্রীতিসন্দর্ভ ৬৯)। কোন প্রকারে চিত্তবিগলিত হইলেও বা দেহে পুলকাদির উদ্গম হইলেও যদি চিত্তশুদ্ধি না হয়, তাহা হইলে তখনও ভক্তির সম্যক আবির্ভাব হয় নাই, ইহাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধি বলিতে অন্যতাৎপর্য (অন্যাভিলাষ) পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্যমাত্র জানিতে হইবে। কারণ বিষয়ানুরাগীরও বিষয়ভোগে শরীরে রোমাঞ্চাদি দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। ভক্তিই একমাত্র প্রাণবিজ্ঞাতা (শ্রীনাথচক্রবর্তীটীকা ভা ১১।১৪।২৩)। প্রেম-সূর্যের কিরণকল্প শুদ্ধসত্ত্বের (সম্বিৎশক্তির বৃত্তির) আবির্ভাবের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃতচিত্তে রতি (স্থায়ীভাব) অপেক্ষা অতিশয় চমৎকারিতা ধারণপূর্বক যাহা আস্বাদিত হয়, তাহাই ‘রস’। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।১৩২)। ব্রজ বা বৃন্দাবন অপ্রাকৃত দ্বাদশরসপীঠ। উজ্জ্বলীকৃত চিত্তের রস-সাক্ষাৎকারের পিপাসা স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের চরণে আকুতি বা লৌল্যই সেই ভক্তিরসভরা মতির একমাত্র মূল্য। তাঁহাদের কৃপায়ই যুগলকিশোরের কুঞ্জসেবা-রসের যথাযোগ্য অনুভব হয় এবং সেই শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের নিরন্তর অকপট আনুগত্যের আশাবন্ধ সাধককে সেবামৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া রাখে। এই প্রার্থনাই শ্রীরূপানুগ-সাধকের ভজন। “রূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি। রূপ-রঘুনাথপদে রহু মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস।”

শ্রীধাম-পুরী, শ্রীরথযাত্রা,
শ্রীল স্বরূপদামোদর-তিরোভাব ও শ্রীল
কানুঠাকুরের আবির্ভাব, ২৩আষাঢ়, ১৩৬৬

শ্রীশ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবদাসানুদাসগণের
শ্রীপদধূলিকণপ্রার্থী দীনাতিদীন
শ্রীসুন্দরানন্দদাস (বিদ্যাবিনোদ)